CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-315 ■ 14 August, 2026 ■ আগরতলা ১৪ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অন্তিম কার্যদিবস চার মিনিটে সমাপ্তি

বন্দে মাতরম পাঠের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি লোকসভা

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট।। বর্ষাকালীন অধিবেশনের শেষ কার্যদিবসে বৃহস্পতিবার জাতীয় সঙ্গীত ‘বন্দে মাতরম’ পাঠের পর অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন। জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান জানিয়ে সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের সাংসদরাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে যান।

এদিন শুরু থেকেই উত্তপ্ত ছিল লোকসভার পরিবেশ। বিরোধী সাংসদরা বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের জবাবদিহি দাবি করে স্লোগান দিতে থাকেন এবং হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানান। তাঁদের মুখে শোনা যায় ‘জবাব দো, জবাব দো’ স্লোগান।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সাংসদদের শান্ত থাকার আবেদন জানান। পাশাপাশি জাতীয় সঙ্গীত পাঠের সময় সকলকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর জন্য তিনি আহ্বান জানান। এরপর প্রায় ৩ মিনিট ১০ সেকেন্ড ধরে ‘বন্দে মাতরম’ পাঠ করা হয়। সেই সময় লোকসভার সমস্ত সাংসদ দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানান। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতেও দেখা যায়।

এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বর্ষাকালীন অধিবেশনের পুরো সময়জুড়েই তাঁদের উপস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। বিশেষ করে গত মাসে ব্যাপক নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে আনা পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) সংশোধনী বিল পাশের পর বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছিল।

লোকসভায় সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম’ পাঠের ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল, যখন কয়েক দিন আগেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়েছে ‘বন্দে মাতরম’ সংক্রান্ত বিল। এর ফলে জাতীয় সঙ্গীত ‘জন গণ মন’-এর সঙ্গে ‘বন্দে মাতরম’-কেও সমান মর্যাদা দেওয়ার পথ আরও স্পষ্ট হয়েছে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, সরকারি অনুষ্ঠান ও সমাবেশে জাতীয় সঙ্গীতের ছয়টি স্তবক পাঠ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে ধরনের প্রোটোকল অনুসরণ করা হয়, ‘বন্দে মাতরম’-এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রোটোকল অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত মাসে সংসদে ‘প্রিভেনশন অব ইনসাল্টস টু ন্যাশনাল অনার (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল, ২০২৬’ পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে ‘বন্দে মাতরম’-কে ‘জন গণ মন’-এর মতোই আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে। আইন অনুযায়ী, এর বিধান লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা দু’টিই হতে পারে।

এদিকে, ২০ জুলাই থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত চলা বর্ষাকালীন অধিবেশনজুড়েই সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে লাগাতার সংঘাত দেখা গিয়েছে। রাজনৈতিক বাগ্বিতণ্ডা ও বিক্ষোভের কারণে লোকসভায় আইন প্রণয়নের কাজও তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। এই অধিবেশনে লোকসভায় পাশ হওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলির মধ্যে ছিল নিট সংশোধনী বিল এবং কয়েকটি কর সংক্রান্ত বিল। এছাড়া বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (এফসিআরএ) সংশোধনী বিলটি আরও পর্যালোচনার জন্য যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) কাছে পাঠানোর সুপারিশও করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বিক্ষোভ ও বাদানুবাদের মধ্য দিয়েই বৃহস্পতিবার শেষ হল সংসদের চার সপ্তাহের বর্ষাকালীন অধিবেশন। অধিবেশন শেষ হওয়ার পরই নৈতিক জয়’-এর দাবি তুলল বিরোধী ইন্ডি জোট। বিরোধীদের অভিযোগ, পড়ুয়াদের উপর কথিত পুলিশি হামলার ঘটনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষমা চাওয়ার দাবি সরকার মেনে নেয়নি। ফলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সংসদে অর্থবহ আলোচনা কার্যত অধরাই থেকে গেল।

বিরোধীদের দাবি, প্রায় ১২ বছরের মধ্যে এই প্রথম এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, যখন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতে সংসদে পূর্ণাঙ্গ বিতর্ক বা আলোচনা ছাড়াই অধিবেশন শেষ হয়ে গেল। যদিও বারবার হট্টগোল ও মুলতুবির মধ্যে সরকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিল পাশ করিয়ে নেয়।

অধিবেশনের শুরু থেকেই বিরোধীদের আক্রমণের অন্যতম মুখ ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। পড়ুয়াদের উপর পুলিশি পদক্ষেপের অভিযোগকে সামনে রেখে সরকারকে লাগাতার চাপে রাখে জ্জঞ্জ্জজ্জঙ জোট। বিরোধীদের বক্তব্য, এই ইস্যুতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি বিবৃতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া ছাড়া তারা পিছপা হবে না।

অধিবেশনের শেষদিকে অচলাবস্থা কাটাতে সরকারের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের বিষয়টি নিয়ে একটি কাঠামোবদ্ধ আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু বিরোধীদের দাবি পূরণ না হওয়ায় সেই উদ্যোগেও বরফ গলেনি। অমিত শাহের বিবৃতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে অনড় থাকে বিরোধী শিবির।

সংসদের ভিতরের উত্তেজনা ক্রমশ গড়িয়ে পড়ে সংসদ চত্বরেও। শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, লোকসভার স্পিকারের দেওয়া ঐতিহ্যবাহী চা-চক্রেও যোগ দেননি বিরোধী দলের নেতারা। ফলে অধিবেশনের শেষ দিনেও রাজনৈতিক দূরত্ব কমার কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি।

অধিবেশনের সমাপ্তিও ছিল বেশ ব্যতিক্রমী। লোকসভায় ‘সিনে ডাই’ কার্যক্রমের সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু রাজ্যসভার কার্যক্রম শেষ হওয়ার সময় দু’জনের কেউই উপস্থিত ছিলেন না। সংসদের দুই কক্ষে তাঁদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি ঘিরেও শেষ মুহূর্তে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় নানা আলোচনা। সব মিলিয়ে, গুরুত্বপূর্ণ আইন পাস করানোর সাফল্যকে সামনে রেখে সরকার অধিবেশনকে মূল্যায়ন করলেও বিরোধীদের দাবি, সংসদে বিতর্কের বদলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কার্যক্রম চালানো হয়েছে। পড়ুয়াদের ইস্যুকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া অচলাবস্থা এবং সরকারের সঙ্গে বিরোধীদের সংঘাতই শেষ পর্যন্ত এবারের বর্ষাকালীন অধিবেশনের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ছবি হয়ে রইল।

সশস্ত্র আন্দোলনের ডাক মানিক সরকারের

পাগল হয়ে গেছেন, নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট ।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিআইএম নেতা মানিক সরকারের একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার রাজনীতিতে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। তাঁর বক্তব্যকে ঘিরে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে ‘বিস্ময়কর’ ও ‘অপরাধমূলক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ’ বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার দলীয় এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা যদি ভবিষ্যতে জনজীবনের যন্ত্রণাদায়ক সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করার জন্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করেন, আগামী দিনে আরও বৃহত্তর পরিসরে জঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বড় ধরনের আন্দোলন সংগঠিত করতে ভারতবর্ষের মানুষ।’ মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার অভিযোগ, দীর্ঘ ৩৫ বছর রাজ্য শাসনের পর ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার পর বাম নেতৃত্বের এমন বক্তব্য তাঁদের রাজনৈতিক মানসিকতা ও অবস্থানকে আরও একবার স্পষ্ট করেছে। তাঁর দাবি, আন্দোলনের নামে কোনও ধরনের অগণতান্ত্রিক বা উগ্রপন্থী মানসিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের কথা বলা হলে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি দাবি করেন, ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের যে রাজনৈতিক দর্শন

একসময় সামনে এসেছিল, তার পরিণতিও ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানিক সাহা আরও বলেন, দীর্ঘ ৩৫ বছর রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার পর বর্তমানে বিরোধী আসনে বসে বাম নেতৃত্বের বক্তব্যে তাঁদের ‘অসহিষ্ণু মানসিকতা’ প্রকাশ পাচ্ছে। সাধারণ মানুষ, সরকারি কর্মচারী, শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষের স্বার্থের কথা বললেও আন্দোলনের ধরন নিয়ে এমন বক্তব্য দেওয়া হলে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি অভিযোগ করেন, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অধিকার সকলের রয়েছে। কিন্তু সেই আন্দোলন যদি সশস্ত্র বা উগ্রপন্থী পথে পরিচালিত করার ইঙ্গিত দেয়, তাহলে তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের বক্তব্যকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি হতে পারে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ত্রিপুরায় শান্তি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখাই সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন যেন আন্দোলনের নামে অশান্তি বা হিংসার পরিবেশ তৈরি করতে না পারে, সেদিকেও সকলের নজর রাখা প্রয়োজন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বক্তব্য এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার পাল্টা প্রতিক্রিয়াকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোরদার চর্চা শুরু হয়েছে। দু’পক্ষের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে ধৃত দুই সরকারি কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চরিলাম, ১৩ আগস্ট।। নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে দুই সরকারি কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে আমতলী থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন মূল অভিযুক্ত জামাল মিয়ার বাবা মতি মিয়া এবং তাঁর ভাই কামাল মিয়া। পুলিশের তদন্তে জানা গেছে, মতি মিয়া পূর্ত দফতরের কর্মী এবং কামাল মিয়া একটি ব্যাংকে কর্মরত।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ আগস্ট বিশ্রামগঞ্জ এলাকার এক নাবালিকাকে জোরপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে বিশ্রামগঞ্জ পশ্চিম বড়জলা এলাকার বাসিন্দা জামাল মিয়ার বিরুদ্ধে। ঘটনার পর নাবালিকার পরিবার বিশ্রামগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানায়। তবে অভিযোগের পরও দ্রুত তদন্ত ও উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালের ড্রেনে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ আগস্ট।। ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল চত্বরের একটি ড্রেন থেকে বৃহস্পতিবার দুপুরে আনুমানিক ৬০ থেকে ৬৫ বছর বয়সি এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

জানা যায়, এদিন দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ কয়েকজন ব্যক্তি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে আসার সময় হাসপাতাল চত্বরের একটি ড্রেনের মধ্যে এক ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখতে পান। বিষয়টি নজরে আসার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। পরে খবর দেওয়া হয়

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় রেলস্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ আগষ্ট ।। বিশালগড় রেলস্টেশনে ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিশালগড় রেলস্টেশনের রেললাইনে ট্রেনে কাটা পড়ে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর দীর্ঘক্ষণ রেল চলাচল ব্যাহত হয় বলে অভিযোগ। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে রেল আটকে থাকলেও ঘটনাস্থলে বিশালগড় থানার পুলিশের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

এদিকে, মৃত যুবকের নাম ও

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

মির্জা ফখরুলের মনোনয়নপত্র জমা দিল বিএনপি প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়েত জোট প্রার্থী অলি আহমেদ

ঢাকা, ১৩ আগস্ট।। বাংলাদেশে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ১৩ আগস্ট দুপুর ২টা ২৪ মিনিটে ঢাকার আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা এ এম এম নাসির উদ্দিনের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিএনপির একটি প্রতিনিধি দল। এদিকে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় বিরোধী জোটও বৃহস্পতিবার তাদের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী কর্নেল (অব.) অলি আহমদ। তিনিও আজ মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।

মনোনয়নপত্রে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব করেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী, ড. আবদুল মঈন খান এবং হুইপ মিয়া নূরউদ্দিন আহমেদ অপু। তাঁর প্রার্থিতার সমর্থন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়।

মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাওয়া প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান ও গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি, যুগ্ম মহাসচিব ও পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদউদ্দিন চৌধুরী অ্যানী, যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেল এবং আবদুস সালাম আজাদ।

এর আগে দলীয় চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে বিএনপি। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

এদিকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হওয়ার আগে বিএনপির মহাসচিব এবং দলের স্থায়ী কমিটির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় বিরোধী জোটও বৃহস্পতিবার তাদের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী কর্নেল (অব.) অলি আহমদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। সকাল ১১টা ৪৯ মিনিটে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এএইচএম হামিদুর রহমান আজাদের নেতৃত্বে জোটের একটি প্রতিনিধি দল নির্বাচন ভবনে গিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেয়। এর আগে ১১ দলীয় জোট লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে। গত ৬ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিয়োগ বিতর্কে এডিসি প্রশাসনে অস্বস্তি, ১৫ নিয়োগপ্রাপকের বেতন বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট ।। কথিত নিয়মবহির্ভূত নিয়োগের অভিযোগে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় বড় ধাক্কা খেল ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) প্রশাসন। মামলায় সরাসরি পক্ষভুক্ত ১৫ জন নিয়োগপ্রাপকের বেতন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। আগামী ১ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে নিয়োগ সংক্রান্ত দুটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি হয়। মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণ বিষয়টি আদালতে তুলে ধরেন।

মামলাকারীদের অভিযোগ, যোগ্য প্রার্থীদের যথাযথ সুযোগ না দিয়ে নিয়মবহির্ভূত পদ্ধতিতে এবং স্বজনপোষণের মাধ্যমে এডিসিতে প্রায় ২০০ থেকে ২৫০টি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের দাবি, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ও আইনি বিধি অনুসরণ করা হয়নি। আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মণের বক্তব্য অনুযায়ী, মামলা দায়েরের আগে নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য ও আইনি ভিত্তি জানতে জেলা পরিষদকে নোটিশ দেওয়া

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

তিরঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোটি কোটি ভারতবাসীর আবেগ আত্মত্যাগ ও স্বপ্নঃ মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট ।। তিরঙ্গা শুধু একটি কাপড়ের টুকরো নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কোটি কোটি ভারতবাসীর আবেগ, আত্মত্যাগ, গৌরব ও স্বপ্ন। বৃহস্পতিবার মোহনপুরে আয়োজিত এক বিশাল তিরঙ্গা র্যালিতে অংশ নিয়ে এই কথা বললেন বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিরঙ্গা র্যালিটি মোহনপুর পুর পরিষদ চত্বর থেকে শুরু হয়ে মোহনপুর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। এই বিশাল তিরঙ্গা র্যালিতে মোহনপুরবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই র্যালিতে পা মিলিয়ে দেশপ্রেমের বার্তা তুলে ধরেন।

র্যালি শেষে মন্ত্রী বলেন, গতকাল আগরতলায় তিরঙ্গা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আজ মোহনপুরে এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। এটি কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং সকলের কর্মসূচি। হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানও সকলের জন্য।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎহীন আড়ালিয়া নামারকুচি জেবি স্কুল, শৌচালয় ও পানীয় জলের সংকটে পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট ।। বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, পর্যাপ্ত শৌচালয়ের ব্যবস্থা নেই, পাশাপাশি নিরাপদ পানীয় জলেরও সংকট, একাধিক মৌলিক সমস্যায় জর্জরিত আড়ালিয়া নামার কুচি জেবি স্কুল। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসে ছোট ছোট পড়ুয়ারা। কিন্তু তাঁদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাগুলিই যথাযথভাবে নিশ্চিত করা হচ্ছে না

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বেতন বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট ।। রাজ্য সরকারের কোনও দপ্তরে জুনিয়র কর্মচারীদের তুলনায় সিনিয়ররা যেন বেতন কম না পান তা সুনিশ্চিত করার জন্য গতকাল অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত কর্মচারীরা আরওপি রুলস, ২০১৭ অনুযায়ী, যদি কোনও কর্মচারী পদোন্নতি না পান, তাহলে ১০, ১৭ এবং ২৫ বছর নিরবচ্ছিন্ন ও সন্তোষজনক চাকরি সম্পন্ন করার পর মোডিফায়েড ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন স্কিম (এম.এ.সি.পি.)-এর আওতায় আর্থিক সুবিধা বা আর্থিক উন্নীতকরণের জন্য যোগ্য হন। কোনও ক্যালেন্ডার বছরের ২ জানুয়ারি

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি

মহারাজগঞ্জ বাজারে সদর মহকুমা প্রশাসনের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট ।। মহারাজগঞ্জ বাজারে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অভিযান চালাল সদর মহকুমা প্রশাসন। বৃহস্পতিবারের এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক মানিক দাস এবং অতিরিক্ত মহকুমা শাসক। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি বাজারে চালসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার খবর সামনে আসে। এরপরই বাজার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এই অভিযান

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

১৩ সহস্রাধিক কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম’, স্বাধীনতা দিবসে বিশেষ উদ্যোগ এমবিবি কলেজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট ।। স্বাধীনতা দিবস ২০২৬ উপলক্ষে দেশাত্মবোধের আবহে বিশেষ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) কলেজ। আগামী ১৫ আগস্ট সকাল সাড়ে ৬টায় কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে ‘সহস্রকণ্ঠে বন্দে মাতরম’। এই অনুষ্ঠানে একসঙ্গে ১৩০০-রও বেশি কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ অব্যাহত থাকায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১৪০০ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও জানিয়েছেন আয়োজকরা।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় কলেজ প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমবিবি কলেজ মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক গৌতম সাহা জানান, স্বাধীনতা দিবসের চেতনার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা আরও গভীর করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে কলেজের প্রাক্তনীরাও অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানান তিনি।

‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০তম বর্ষ উদযাপনকে কেন্দ্র করেই এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত এই গান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথমে এক হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মীর অংশগ্রহণের লক্ষ্য নিয়েছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক উৎসাহে ইতিমধ্যেই অংশগ্রহণের জন্য ১৩০০-র বেশি নাম নথিভুক্ত হয়েছে।

এমবিবি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অর্জুন গোপ জানান, প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে এটি একটি বিশেষ উদ্যোগ।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK
Page 1.pmd 1 14-08-2026, 00:27

জাগরণ
আগরতলা ১৪ আগস্ট, ২০২৬ ইং
২৮ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অনুপ্রবেশের সম্পর্কটি জাতীয় নিরাপত্তা ও জনমিতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদন, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় এই দুই উপাদানের পারস্পরিক প্রভাব নিয়া বিশদ আলোচনা করা হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে সাধারণত সীমান্তবর্তী জেলা বা অঞ্চলগুলোতে হঠাৎ করেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে স্থানীয় জনসংখ্যার ভারসাম্য বা জনবিন্যাসে এক ধরনের কৃত্রিম পরিবর্তন আসে, যা 'অপ্রাকৃতিক জনসংখ্যাগত বৃদ্ধি' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়।হঠাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে স্থানীয় বাসস্থান, খাদ্য, জল এবং কর্মসংস্থানের ওপর তীব্র প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। অনুপ্রবেশকারীদের অনেকে ভুয়া পরিচয়পত্র, রেশন কার্ড বা ভোটার কার্ড তৈরি করিয়া স্থানীয় নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। এটি দেশের আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। আদিবাসী বা স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে নবাগতদের সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবিকা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হইতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই ধরনের দ্রুত পরিবর্তন সামাজিক সম্প্রীতি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকি তৈরি করিতে পারে। অনেক সমাজবিজ্ঞানী এবং পরিসংখ্যানবিদ মনে করেন, ভারতের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির পেছনে অনুপ্রবেশের চেয়ে স্বাভাবিক প্রজনন হার, বাল্যবিয়ে এবং সচেতনতার অভাবই মূল কারণ। ভারতের ভেতরের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কাজের সন্ধানে মানুষের চলিয়া যাওয়াকেও অনেক সময় ভুলভাবে অনুপ্রবেশ হিসেবে দেখা হয়। কিছু বিশ্লেষকের মতে, রাজনৈতিক প্রচারণার কারণেও অনেক সময় অনুপ্রবেশের বিষয়টি বাস্তব সংখ্যার চাইতে বড় করিয়া দেখানো হইতে পারে।

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে বিদেশি অনুপ্রবেশ। প্রতিনিয়তই এই দেশে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ ভারতে প্রবেশ করিতেছে। অনুপ্রবেশ ঠেকানো রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের কোন কোন অংশ হইতে প্রচার করা হইতেছে ধর্মীয় কারণে দেশে জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। জন্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় মুসলিম জনগণকে দায়ী করা হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের অভিযোগ মোটেও সত্যি নয়। সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে জনসংখ্যার গ্রাফ ক্রম উর্ধমুখি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে লাগাতার হারে বাড়িয়া চলিয়াছে জনসংখ্যা। এই হার বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই দায়ী করা হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক রিপোর্টে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই তুলিয়ি ধরা হইয়াছে। যদিও সেই রিপোর্টকে ভুল প্রতিবেদন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে।জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধর্মের সাথে যুক্ত নয় এবং সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মোট জন্ম হার হ্রাস পাইতেছে , মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া এই তথ্য সামনে আনিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক উপদেষ্টা গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে।পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়া বলিয়াছে যে সাম্প্রতিক মিডিয়া রিপোর্টগুলি দেশে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণার ফলাফলগুলিকে ভুল ভাবে প্রচার করাটা গভীরভাবে উদ্বেগের বিষয়।"এনজিও পপুলেশন ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে থেকে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে, ৬৫ বছরের সময়কালে বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভাগের পরিবর্তনের উপর গবেষণার ফোকাস কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয় বা বৈষম্যের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।১৯৫০ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮৪ শতাংশ। যা পরবর্তীতে ২০১৫ সালে আসিয়া কমিয়া দাঁড়াইয়াছে ৭৮ শতাংশে। সেখানে এই ৬৫ বছরের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ৯.৮৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়া দাঁড়াইয়াছে ১৪.০৯ শতাংশে ,এমনই তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর ইকনমিক অ্যাডভাইজরি কাউন্সিলের প্রতিবেদনে।একদিকে যখন হিন্দু নাগরিকের সংখ্যা কমিতেছে, অন্যদিকে তখন হু হু করিয়া বাড়িয়াছে মুসলিম। বৃদ্ধি পাইয়াছে খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং শিখ নাগরিকদের সংখ্যাও। যদিও জৈন এবং পারসিদের সংখ্যাও অনেকটাই কমিয়াছে এ দেশে। এই ৬৫ বছরে ভারতে সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে রিপোর্টে। মুসলিমদের সংখ্যা বাড়িয়াছে প্রায় ৪৩.১৫ শতাংশ। শিখ জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৬.৫৮ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ৫.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৬৭টি দেশের সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা টানিয়া এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ অনুপ্রবেশ। পড়শি দেশ থেকে শরনার্থী এবং ধর্মীয় অত্যাচরের জন্য অনেক মানুষই ভারতে চলিয়া আ

কমনওয়েলথে সোনাজয়ী অস্মিতাকে বিলোনীয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৩ আগস্ট: কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় সোনা জয় করে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করা বিলোনিয়ার কন্যা অস্মিতা দে-কে সংবর্ধনা জানাল বিলোনীয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএ)। বৃহস্পতিবার সকালে বিলোনীয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পৌঁছান সোনাজয়ী অস্মিতা। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান উপস্থিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা মহম্মদ সাজাদ পি, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, সমাজসেবী দ্বীপায়ন চৌধুরী, বিসিএ সভাপতি কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক পার্থ চৌধুরী, অস্মিতার কোচ যশপাল শোলাঙ্কি, বীনা দেবনাথ-সহ বিসিএ-র সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার পুষ্পস্তবক দিয়ে অস্মিতাকে সম্মান জানান। পাশাপাশি বিলোনীয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ও বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকেও তাঁকে পুষ্পস্তবক এবং উপহারসামগ্রী দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অস্মিতা দে নতুন প্রজন্মের পড়ুয়া ও ক্রীড়াবিদদের উদ্দেশে বলেন, সাফল্য পেতে হলে বাবা-মা ও গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলার পাশাপাশি নিজের লক্ষ্য স্থির রেখে প্রশিক্ষণে মনোযোগী হতে হবে। তিনি বলেন, তিনিও গ্রামের মেয়ে। বিলোনিয়ার বিদ্যাপীঠ জুডো অ্যাকাডেমিতে বীনা দেবনাথের কাছে জুডোর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন। অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম এবং লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে গেলে গ্রামের ছেলে-মেয়েরাও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করতে পারে বলে বার্তা দেন তিনি।

বিসিএ-র সংবর্ধনা গ্রহণের পর অস্মিতা তাঁর জুডো জীবনের হাতেখড়ির প্রতিষ্ঠান বিদ্যাপীঠ জুডো অ্যাকাডেমিতে যান। সেখানে প্রশিক্ষণরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের উৎসাহিত করেন। তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে খুদে জুডোকাদের মধ্যেও ছিল উৎসাহ-উদ্দীপনা। এরপর বিলোনিয়ার কর্মসূচি শেষ করে আগরতলার উদ্দেশে রওনা দেন কমনওয়েলথে সোনাজয়ী অস্মিতা দে।

আগুনপাহাড় পাতালনদী

বিশেষ প্রতিবেদন।। প্রথম গন্তব্য পালাওয়ান দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পুয়ের্তো প্রিন্সেসা শহর। ম্যানিলা থেকে প্লেনে ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। হোটেলে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। একটু বিশ্রাম নিতে নিতেই পাঁচটা নাগাদ আমাদের ফায়ার ফ্লাই ট্রিপ বা জোনাকি দর্শনের গাড়ি চলে এল। চলেছি শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে একটি সমুদ্রের খাঁড়িতে গাড়ি যখন থামল অন্ধকার হয়ে এসেছে। নেমে দেখি সামনে টিকিট ঘর ও জেটি, সার দিয়ে ডিঙি নৌকো ভাসছে। টিকিট কেটে লাইফ-জ্যাকেট পরে বোটে উঠলাম। ফিলিপিনো বোটচালক দাঁড় টানতে লাগল। প্রথমে ঘন কালো অন্ধকারে চোখ হারিয়ে গিয়েছিল। একটু সয়ে যেতে বুঝলাম একটা খাঁড়ির মধ্য দিয়ে চলেছি। দু'পাশে ঘন ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। মাথার উপরে ঝকঝকে তারাভরা আকাশ। যাকে বলে গর্ভিণী নিস্তব্ধতা। আর একটু ভিতরে যেতেই দেখলাম চারিদিকে জোনাকি ঝিকমিক করছে। কোনও কোনও গাছে দেখলাম অসংখ্য আলোর ফেঁটার মতো জোনাকি জ্বলছে। এ সময়ে বোটচালক চকিতে হাতের টর্চ থেকে একটি গাছে আলো ফেলল, গাছটি মুহূর্তের মধ্যে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। পুরো গাছটিই যেন জোনাকির। সে এক অসাধারণ দৃশ্য। জোনাকি ছাড়াও বোটচালক চেনালেন আকাশের তারামণ্ডল, দেখালেন গাছে বসে থাকা রাতচরা পেঁচা, আলোর প্রভাবে গুটিয়ে যাওয়া লজ্জাবতীর পাতা, আরও কত কী! প্রকৃতির কোলে এই মুগ্ধ বিহার প্রায় ঘণ্টাখানেক চলেছিল।

ফিশ ল্যাপু-ল্যাপু।

পাতাল-নদী

পরের দিন শহর থেকে ঘণ্টা দেড়েকের সফরে সমুদ্রতট, সেখান থেকে বোটে করে সমুদ্র পেরিয়ে এক দ্বীপে যাত্রা। উত্তাল সমুদ্র পেরিয়ে বোট পৌঁছে দিল ছোট দ্বীপটিতে। নেমে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হেঁটে দ্বীপ পেরিয়ে পাতাল নদীর প্রবেশদ্বার, দেখলাম পর্যটক বোঝাই ক্যানো"গুলি অন্ধকার পাহাড়ের গুহার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরাও একটিতে উঠে পড়লাম।

নদীর নাম পুয়ের্তো প্রিন্সেসা আন্ডারগ্রাউন্ড রিভার। স্থানীয় নাম জানা গেল না। এই নদীতে যাওয়ার পথে পড়ে পুয়ের্তো প্রিন্সেসা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র। গোটা জায়গাটি পুয়ের্তো প্রিন্সেসা সাবটেরিয়ান ন্যাশনাল পার্ক নামে সংরক্ষিত। নদীটি পাহাড় ফাটিয়ে প্রায় আট কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে সাউথ চায়না সি'তে গিয়ে পড়েছে। গুহার মধ্যে রয়েছে পোকামাকড়, বাদুড় ও জলজ প্রাণীতে সমৃদ্ধ বিচিত্র জীবজগত সেইসঙ্গে রয়েছে গুহার গায়ে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জলের অভিঘাতে গড়ে ওঠা স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইটের অপরূপ ভাস্কর্য। ১৯১১ সালে এই নদী পৃথিবীর সাতটি প্রাকৃতিক বিস্ময়ের একটি বলে স্বীকৃত হয়েছে।

গুহার মুখের আলো-অন্ধকার ছেড়ে ভিতরের পিচকালো অন্ধকারের জগতে প্রবেশ করলাম। এখানে বোটম্যানের হাতের টর্চের আলোতে যেটুকু দৃশ্যমানতা। কথা বলা বা ফ্ল্যাশে ছবি তোলা বারণ। মাথার উপরে অনেকটা উঁচুতে গুহার ছাদ, সেখানে অগণিত বাদুড়ের দল ঝুলে রয়েছে। গা-ছমছমে অনুভূতি। ওরই মধ্যে কানে লাগানো হেডফোনে কমেন্টি চলছে। আর-একটু এগিয়ে গুহাটি যেন হঠাতপ্রসারিত হয়ে গেল। এসে পড়লাম বিশাল এক গুহাকক্ষে। ইটালিয়ান ক্যাথিড্রাল। তার দেওয়ালের পাথরে অপরূপ সব ভাস্কর্য। মনে হচ্ছিল অন্য কোনও জগতে এসে পড়েছি। আরও এগিয়ে ভেজিটেবল মার্কেট। বোটচালক আলো ফেলে দেখালেন প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আনাজ ও ফলের আকৃতির ভাস্কর্য।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়ালাম পাহাড়ের তলায় এই আশ্চর্য জগতে। অনেক কিছুই দেখলাম। বাইরে বেরিয়ে এসেও ঘোর কাটছিল না। পুয়ের্তো প্রিন্সেসা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র

আগুন-পাহাড়

ম্যানিলা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে তাগায়তাই শহরের পাশে তাল লেকের মধ্যে এক দ্বীপে তাল ভলক্যানো। পুয়ের্তো থেকে ফিরে পর দিন প্রাতরাশ সেরে বন্ধুর গাড়িতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রাতরাশের কথায় মনে পড়ল, এখানকার খাবারও দারুণ। আগের দিনই চেখে দেখেছি স্থানীয় জনপ্রিয় পদ ফিশ ল্যাপু ল্যাপু। তার স্বাদ এখনও মুখে লেগে রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম ছবির মতো সুন্দর শহর তাগায়তাই। এখানেই ভিউপয়েন্ট। প্রথমে মেঘ থাকায় ভাল দেখা না গেলেও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে একসময় মেঘ সরে গিয়ে ফুটে উঠল হ্রদের মাঝে আগ্নেয়গিরির চূড়া। অপূর্ব সেই দৃশ্য। তাল হ্রদের মাঝে সেই আগ্নেয়গিরি। তাল একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। সাম্প্রতিক কালেও বিধবংসী অগ্ন্যুতাত হয়েছে। আশপাশের গ্রাম ও শহর খালি করে দেওয়া হয় তখন। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ম্যানিলাতেও ছাই এসে পড়েছিল। এর পর একদিন ম্যানিলা ঘুরে দেশে ফেরার পালা। এ যাত্রায় এটুকুই। এই সুন্দর দেশটির অনেক কিছুই না দেখা রয়ে গেল। বন্ধুকে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্লেনে উঠলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি ফিরিয়ে ১৩০ বছর পর ফের শিকাগোয় বসছে বিশ্বধর্ম মহাসভা

অরিঞ্জয় বোস

"হে আমার আমেরিকারবাসী ভাই ও বোনরা" - এমন অবিস্মরণীয় সম্বোধন যাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, সেই স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি ফিরিয়ে ফের আমেরিকার শিকাগোয় বসছে বিশ্বধর্ম মহাসভা। ফের দিকে দিকে ধ্বনিত হবে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা।

জানা গিয়েছে, আগস্টের ১৪ থেকে ১৮ তারিখ শিকাগোর মেমোরিয়াল আর্ট প্যালেসে বসবে ধর্ম মহাসভার আসর। এখানেই ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে হিন্দু ধর্মকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছিলেন গেরুয়াধারী বঙ্গসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ। ইতিহাসের কালচক্রে আবার সেই সময় বুঝি আসন্ন।

১৮৯৩ থেকে ২০২৩। মাঝখানে কেটে গিয়েছে ১৩০ টি বছর। গঙ্গা, মিসিসিপি দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। বিশ্ব ধর্ম মহাসভার চরিত্রও বদলেছে ঢের। তবু অমলিন স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ উচ্চারণ - "হে আমার আমেরিকারবাসী ভাই ও বোনরা"। সেই প্রথম তাঁর মধ্যে দিয়ে বিশ্ববাসী উপলব্ধি করেছিলেন হিন্দুত্বের উদারতা, মাহাত্ম্য। আজকের সময় দাঁড়িয়ে যে ধারণা খানিকটা ভ্রান্ত বলে মনে হতে পারে। "হিন্দুত্বে"র নয়া সংজ্ঞা তৈরি করেছেন বইকি তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা। আর সে কারণে বিশ্বব্যাপী ধর্ম মহাসম্মেলনের মঞ্চে শিকাগো আজ বড় বেশি প্রাসঙ্গিক। মিশিগান ওয়ের একাংশ এখন "বিবেকানন্দ ওয়ে"।

আমেরিকার মাটির সঙ্গে এভাবেই যেন মিশে গিয়েছে বাংলার মৃত্তিকা। শুধু তো অনুষ্ঠান মঞ্চই নয়, শিকাগো যেন নিজেই হয়ে উঠেছে ইতিহাসের এক নাম। ধর্মের মিলনক্ষেত্র। তো এবছর, অর্থাৎ ২০২৩ সালে বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিকাগোর মাটিতে। পার্মানেন্ট মেমোরিয়াল আর্ট প্যালেস অর্থাৎ যেখানে ১৩০ বছর আগে স্বামীজির ঐতিহাসিক বক্তৃতা রচিত হয়েছিল, সেখানেই ফের ধর্ম মহাসভার আসর। উদ্যোক্তা বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি অফ শিকাগো। আগস্টের ১৪ থেকে ১৮ তারিখ পর্যন্ত ধর্ম মহাসভা চলবে। সেবার অবশ্য ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল ধর্ম মহাসভা। পার্মানেন্ট মেমোরিয়াল আর্ট প্যালেস এতদিন আড়ে-বহরে খানিকটা কমেছে। ১৩০ বছর আগে ৭ হাজার দর্শক যেখানে বসতে পারতেন, এখন সেখানে আসন সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে চারশোয়। এবছর শিকাগোয় ধর্ম মহাসভার মূল আয়োজক বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটির প্রধান অধ্যক্ষ স্বামী ঈশাত্মানন্দের কথায়, শিকাগোর বেদান্ত সোসাইটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ১.১ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে খুব প্রাচীন একটি মেথডিস্ট চার্চ কিনে নিয়েছে। আরও ১ মিলিয়ন অর্থ দিয়ে তা রেনোভেট করে "হোম অফ হারমোনি" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে সব ধর্মের প্রতীক হয়েছে। এখানে প্রতি শনিবার ৪টে থেকে একঘণ্টা বক্তৃতা হয়। বক্তারা নিজেদের ধর্ম নিয়ে বলার জন্য আমন্ত্রণ পান। তিনি আরও জানান, অনেকদিন ধরেই শিকাগোর মাটিতে এই সম্মেলন আয়োজনের পরিকল্পনা চলছিল। এই স্থানই যে ধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্র কিংবা "হোম অফ হারমনি"। ২০২২ সালে এই সভা হয়েছিল সৌদি আরবের রিয়াধে। এবছর শিকাগোয়, বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে অংশ নেবেন স্বামী ঈশাত্মানন্দ।

কুনো জাতীয় উদ্যানের সঙ্গে কী যোগ দুই তরুণ বাঙালি প্রাণিবিদের ?

নন্দন পাল

এ০২২-এ ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। দেশের বনাঞ্চলে পুনরায় চিতা ফিরিয়ে আনার জন্যই এই চুক্তি। চিতা প্রত্যাবর্তনের এই চুক্তির ফলে প্রথম দফায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে কুনো জাতীয় উদ্যানে ছাড়া হয় ৮টি চিতা। ২০২৩, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আরও ১২টি চিতা কুনো জাতীয় উদ্যানের মাটিতে পা রাখতে চলেছে। এই চিতা রি-ইন্ট্রোডাকশন প্রজেক্টে দীর্ঘদিন ধরে দেশে এবং মার্কিন মুলুক ও নামিবিয়ায় কাজ করেছেন দুই বঙ্গসন্তান। প্রজেক্ট চিতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দুই বাঙালি গবেষক মৌলিক সরকার ও কথন বন্দোপাধ্যায়। মৌলিক সরকার মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, আর কথন বন্দোপাধ্যায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী। মৌলিক ও কথন বর্তমানে কুনো জাতীয় উদ্যানে কর্মরত। কুনো বনাঞ্চলের ৮টি চিতা ও অন্য মাংসাশী খাদকদের প্রতিদিনের মনিটরিং, ক্যামেরা ট্রাপিং, তৃণভোজী প্রাণীদের গণনায় যে গবেষক দল নিয়োজিত, সেই দলের সদস্য এই দুই বাঙালি গবেষক। গবেষণার অঙ্গ হিসেবে ড় লরি মার্কারের নেতৃত্বাধীন চিতা কনজারভেশন ফান্ড -এও বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন এই দুই তরুণ বাঙালি প্রাণিবিদ।

কথন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৌলিক সরকার বলছেন, দ্বিতীয় দফায় আজ যে ১২টি নতুন চিতা কুনোয় আসছে প্রজেক্ট চিতার ইনিশিয়াল স্টকের জন্য, তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনার সাক্ষী থাকবেন মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও দেশবিদেশের বিভিন্ন চিতা বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা। ২০২২-এর ২০ জুলাই ভারত ও নামিবিয়া সরকারের মধ্যে চিতা পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় দেওয়ার জন্য একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। ২০২২-এর ১৭ সেপ্টেম্বর ৫টি মেয়ে চিতা-সাশা, সাভানা, সিয়ায়া, টিবিলিসি ও আশা-আর-এলটন, ফ্রেডি, ওবান নামের ৩টি পুরুষ চিতা-মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভারতের মাটিতে পা রাখে। ৭৫ বছর পর চিতার এই নাটকীয় প্রত্যাবর্তনের পিছনে বিশেষভাবে সহায়তা করে ড় লরি মার্কার এর নেতৃত্বাধীন চিতা কনজারভেশন ফান্ড ।' ২০২০ থেকে ২০২১ পর্যন্ত ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া -র গবেষক দল ড. যাদবেন্দ্রদেব ঝালার নেতৃত্বে, কুনো ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি, নৌরাদেহি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি ও মুকুন্দারা হিলস টাইগার রিজার্ভ -এ চিতা পুনর্বাসনের গবেষণা শুরু হয়। এই গবেষণার মূল বিষয় ছিল চিতার খাদ্য, বাসস্থান ও সহ-খাদকের গণনা। ওই গবেষকদল সংশ্লিষ্ট বনবিভাগকে এই ক'টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল চিতাবান্ধব করে তোলার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করে, যা পরবর্তীকালে চিতা পুনর্বাসন অ্যাকশন প্ল্যান হিসেবে প্রকাশিত হয়। অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী, এই গবেষণায় এবং প্রজেক্ট চিতার সঙ্গে যুক্ত বাঙালি গবেষক মৌলিক সরকারের মতে, ভারতে বহু প্রতীক্ষিত 'প্রজেক্ট চিতা' আসলে বাস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞানে ব্যবহৃত 'মেটাপপুলেশন কনসেপ্ট'-এর উপর ভিত্তি করে পরিকল্পিত। ভারতের বিভিন্ন সম্ভাব্য বনাঞ্চলের মধ্যে কুনো অন্যতম। এছাড়াও পরবর্তীকালে গন্ধিসাগর, মুকুন্দরা, নৌরাদেহি ও বিভিন্ন বনভূমিতে চিতা ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এই বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলির সঠিক ম্যানেজমেন্ট, পর্যাপ্ত শিকারের যোগান ও বাসস্থানের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিতার একটা ভাল পপুলেশন তৈরি হবে। পরবর্তীকালে সেই পপুলেশন করিডরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া-আসা করে একটি সামগ্রিক ফ্রি রেঞ্জিং পপুলেশন এর জন্ম দেবে। আর এক গবেষক কথন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন। তৃণভূমিকে কৃষিজাত জমি করে তোলা ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা হয়। কখনও আবার সংরক্ষণের প্রাচীনপন্থী নীতির জন্য তৃণভূমির বাস্তুতন্ত্রকে ক্রমাগত অবহেলা করা হয়েছে। চিতা পুনঃপ্রবর্তন প্রজেক্ট শুধুমাত্র চিতার সংরক্ষণের কথা দাবি করে না, বরং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের সামগ্রিক সংরক্ষণ ও বিকাশের কথা বলে। এই প্রোটেক্টেড এরিয়াগুলিতে একদিকে যেমন চিতার সংরক্ষণ হবে। অন্যদিকে, তেমন চিতার সংরক্ষণের কারণেই পরোক্ষভাবে বেশ কিছু বিপন্ন প্রজাতি যেমন কেরাকেল, ভারতীয় বাস্টার্ড, হায়না, উলফ, লেসার ফ্লোরিকেন ইত্যাদি প্রাণীর জনসংখ্যা চিরস্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাবে।'

প্রজেক্ট চিতায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে যে পুনর্বাসন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এরকম আন্তঃমহাদেশীয় পুনর্বাসন। চিতার মতো বড় মাংসাশী প্রাণীর -এর ক্ষেত্রে এই ধরনের আদান-প্রদান প্রথম। 'প্রজেক্ট চিতা'য় নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার জন্য নেওয়া হয়েছে একটি বহুল চর্চিত পদ্ধতি। বন্য জীব-বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলা হয় "সফট রিলিজ" পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই প্রথম পর্যায়ে ৮টি চিতা ছাড়া হয় কুনোর বনে। দ্বিতীয় দফাতেও অবলম্বন করা হচ্ছে ওই একই পদ্ধতি জানাচ্ছেন বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। এছাড়াও জিপিএস প্রযুক্তির সুবাদে চিতার স্বাস্থ্য, শিকার করা ও দৈনিক গতিবিধির উপরে ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে। ভারতের মাটিতে চিতার সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি পৃথিবীর বন্য জীব- বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অসীম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করছেন প্রজেক্ট চিতার সঙ্গে যুক্ত প্রানী বিজ্ঞানীরা। ভারতবর্ষের মাটিতে পরবর্তীকালে বাঘ, সিংহ লেপার্ডের মতোই ওদের সঙ্গে দাপিয়ে বেড়াবে চিতাও। এমনই আসায় বুক বাঁধছেন দুই তরুণ বঙ্গসন্তান।

> **প্রজেক্ট চিতায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের মধ্যে যে পুনর্বাসন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম এরকম আন্তঃমহাদেশীয় পুনর্বাসন।**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

12-08-26.pmd 1 14-08-2026, 00:27

বিদ্যুৎহীন উত্তর জেলা হাসপাতাল, ডিজেল না থাকায় বন্ধ জেনারেটর, অন্ধকারে চরম ভোগান্তিতে রোগীরা

ধর্মনগর, ১৩ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাকেন্দ্র ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালকে ঘিরে ফের উঠল অব্যবস্থার অভিযোগ। হাসপাতাল চত্বরে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। অভিযোগ, পর্যাপ্ত ডিজেল না থাকায় হাসপাতালের জেনারেটরও চালানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় অন্ধকার ও গরমের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে বাধ্য হচ্ছেন রোগীরা।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিজনদের অভিযোগ, বিদ্যুৎ চলে গেলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটর চালু করার কথা থাকলেও ডিজেলের অভাবে সেটিও বন্ধ রয়েছে। বিশেষ করে রাতের দিকে পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অন্ধকারের পাশাপাশি গরমের মধ্যে রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতাল উত্তর ত্রিপুরার একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাকেন্দ্র। প্রতিদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে আসেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং জরুরি সময়ে জেনারেটর চালানোর মতো মৌলিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও যদি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, তাহলে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।

হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে এর আগেও একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে বলে দাবি রোগী ও তাঁদের পরিজনদের। এর মধ্যেই বিদ্যুৎ ও জেনারেটর নিয়ে নতুন অভিযোগে ক্ষোভ আরও বাড়ছে। রোগী ও তাঁদের পরিবারের দাবি, বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখে হাসপাতালের বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে জেনারেটর চালানোর জন্য পর্যাপ্ত ডিজেল মজুত নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহে এমন অনিশ্চয়তা আর কতদিন চলবে, এখন সেটাই বড় প্রশ্ন।

কিল্লায় ৪৮০ আসন বিশিষ্ট একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের উদ্বোধন

উদয়পুর, ১৩ আগস্ট: জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে গোমতী জেলার কিল্লা আরডি ব্লকের কিল্লায় উদ্বোধন হল ৪৮০ আসন বিশিষ্ট একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জামাতিয়া। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, জনজাতি কল্যাণ দফতরের আধিকারিক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া, অভিভাবক এবং এলাকার সাধারণ মানুষ।

ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জামাতিয়া। পরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। নতুন আবাসিক বিদ্যালয় ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকদের মধ্যেও উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনজাতি পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। অর্থের অভাবে কোনও মেধাবী পড়ুয়ার পড়াশোনা যাতে থমকে না যায়, সেই লক্ষ্যেই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারও জনজাতি পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

বিকাশ দেববর্মা বলেন, শিক্ষার প্রসার ছাড়া কোনও জাতি বা সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। জনজাতি সমাজের ছেলে-মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে আগামী দিনে সমাজ ও রাজ্যের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি। বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জামাতিয়া। প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়াদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের মাধ্যমে জনজাতি পরিবারের সন্তানরা উন্নত শিক্ষার পাশাপাশি আবাসিক পরিবেশে পড়াশোনার সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য, একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের মূল লক্ষ্য হল জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার পড়ুয়াদের মানসম্মত শিক্ষা ও আবাসিক সুবিধা প্রদান করা। বিশেষ করে আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের সন্তানদের জন্য এই ধরনের বিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার পথ আরও সহজ করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ১০ জন এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। শিক্ষা ও পরিবেশএই দুই বার্তাকে সামনে রেখে শেষ হয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

গর্জি বাজরাবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একাদশের ক্লাস শুরু, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের দাবি

উদয়পুর, ১৩ আগস্ট: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে গর্জি বাজরাবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে শুরু হল একাদশ শ্রেণির পঠনপাঠন। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে একাদশ শ্রেণির প্রথম ক্লাস শুরু হয় বিদ্যালয়ে। নতুন করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পঠনপাঠন শুরু হওয়ায় পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা যায় খুশির আবহ। উল্লেখ্য, গর্জি বাজরাবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি ২০২৪ সালে এসবি বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে ২০২৬ সালে বিদ্যালয়টিকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, গর্জি এলাকায় বাংলা মাধ্যমের দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয়ের অভাব থাকায় বাজরাবাড়ি বিদ্যালয়টিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হোক। কারণ, গর্জি বাজারের দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয়টি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর ২০২৩ সাল থেকে এলাকার মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল। চলতি বছর এই বিদ্যালয় থেকে মোট ১৭ জন পড়ুয়া মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর চলতি বছরই বিদ্যালয়টিকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করে। ফলে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের সকলেই বাংলা মাধ্যমের বাজরাবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণির কলা বিভাগে ভর্তি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার একাদশ শ্রেণির প্রথম ক্লাস উপলক্ষে বিদ্যালয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এসএমসি কমিটির সম্পাদক রতন পাটোয়ারী, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ মারাক, উদয়পুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা সমাজসেবী পার্থসারথী দাস-সহ এসএমসি কমিটির সদস্যরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সমরেশ নমঃ। তবে বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পঠনপাঠন শুরু হলেও শিক্ষক সংকট নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১১ জন শিক্ষক থাকলেও শিক্ষাবিজ্ঞান ছাড়া কলা বিভাগের অন্যান্য বিষয়ে পর্যাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই বলে জানা গেছে। ফলে ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল-সহ বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL OFFICE OF THE SECRETARY, DISTRICT COUNCIL
KHUMUL WNG:: WEST TRIPURA.

No.F.9(5)-Vol.IX/Secy/TTAADC/2026/1510-31
Dated, the 12/08/2026.

Subject: Postponement of Session of the District Council thereof.

As desired by the Hon'ble Chairman, TTAADC, Khumulwng, the undersigned is directed to inform you that a meeting with all officers concerned fixed on 12th August, 2026 at 02:00 P.M in the office chamber of the Hon'ble Chairman, TTAADC at Council Secretariat Building, Khumulwng in connection with forthcoming session on 20 & 21" August 2026 is hereby postponed due to unavoidable circumstances.

Next meeting will be informed later on and request for kind co-operation of all concern.

Yours faithfully
Secretary
District Council
TTAADC, Khumulwng.

TTAADC/ICA/C-43/26

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations on plain paper are hereby invited by the undersigned from intending, bona fide and resourceful suppliers for supply of materials for various development works under Trishna Wildlife Sanctuary vide No. F.6-1/TWLS/Tender/Dev/For-2026-27/5897-936 dated 10.08.2026, 5937-976 dated 10.08.2026, 6017-56 dated 10.08.2026 and 5977-6016 dated 10.08.2026. The quotations will be received in the office of the Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur, from 10.08.2026 to 18.08.2026 between 9:30 AM and 6:00 PM on all working days and up to 5:00 PM on 18.08.2026, either in person or by post.

The quotations shall be opened at 5:30 PM on 18.08.2026, if possible; otherwise, on the next working day at 11:00 AM. The bidders or their authorized representatives may remain present at the time of opening of the quotations. For detailed terms and conditions, interested bidders may contact the office of the undersigned or visit the website of the Tripura Forest Department.

(Bimal Das, TFS)
Wildlife Warden
Trishna Wildlife Sanctuary
Joychandpur

ICA/C-1585/26

ইচাইলালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে উল্টো জাতীয় পতাকা, অব্যবস্থার অভিযোগে ক্ষোভ

ধর্মনগর, ১৩ আগস্ট: কালাছড়া ব্লকের অন্তর্গত ইচাইলালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উল্টো অবস্থায় ঝুলে থাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত দু-তিন দিন ধরে পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে এভাবেই জাতীয় পতাকা ঝুলতে দেখা যাচ্ছে।

ঘটনাটি নজরে আসার পর থেকেই পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, পঞ্চায়েত কার্যালয়ে প্রতিদিন প্রধান, সচিব ও অন্যান্য কর্মীরা আসা-যাওয়া করলেও দীর্ঘ সময় ধরে পতাকাটি উল্টো অবস্থায় থাকার বিষয়টি কীভাবে কারও নজরে এল না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিভিন্ন কাজে আসা মানুষ এবং পথচলতি সাধারণ মানুষের নজরেও বিষয়টি আসে। এরপরই এলাকায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, জাতীয় পতাকার যথাযথ মর্যাদা ও বিধি মেনে প্রদর্শন করা প্রত্যেকের দায়িত্ব। সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে এমন ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং দায়িত্বশীলতার অভাবেরই প্রকাশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে নানা আলোচনা ও কটাক্ষ। বিশেষ করে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত হওয়ায় শাসকদলের স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বিষয়টি প্রশাসনের পক্ষ থেকে গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হোক এবং জাতীয় পতাকার অবমাননার জন্য যদি কারও গাফিলতি প্রমাণিত হয়, তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

পরিচিতি জানাতে অনুরোধ

ধর্মনগর থানার জিডি এন্ট্রি নং-২৬, তারখ ১০/০৮/২০২৬-এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ১০/০৮/২০২৬ তারিখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে প্রায় ৫৭ বছর বয়সী এক অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

উদ্ধারকৃত মৃতদেহটি বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের মর্গে শনাক্তকরণের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

উক্ত অপরিচিত মৃত পুরুষ ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায়নি। মৃত ব্যক্তির বিবরণ নিম্নরূপ -

মৃত ব্যক্তির বর্ণনা

লিঙ্গ: পুরুষ, **আনুমানিক বয়স:** প্রায় ৫৭ বছর, **গায়ের রং:** কালো/শ্যামলা, **উচ্চতা:** প্রায় ৫ ফুট, **শারীরিক গঠন:** রোগা, **মুখমণ্ডল:** গোলাকার, **চুল:** কালো ও সাদা, **দাড়ি:** কালো ও সাদা, **পরিধেয় বস্ত্র:** নীল রঙের ফুল প্যান্ট এবং সাদা ও নীল রঙের টি-শার্ট।

উপরোক্ত অজ্ঞাতপরিচয় মৃত ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানা/নম্বরসমূহে অবিলম্বে যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা :

ধর্মনগর থানা, উত্তর ত্রিপুরা	: 6009905083
এস.ডি.পি.ও.. ধর্মনগর	: 9402121900
পুলিশ সুপার, উত্তর ত্রিপুরা	: 03822-234466
পুলিশ কন্ট্রোল রুম, উত্তর ত্রিপুরা	: 03822-234411

ICA/D-783/26

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned hereby invite sealed tender for 31 nos Office Stationary Articles. The interested bidders will be 31 nos Office Stationary Articles and rate in paper from the interested bidders having tender relevant documents collect from Rupaichari R.D. block head Quarter.

The Bidders are to submit all documents and Earnest money of **Rs. 3,000/- (Rupees Three Thousand)** only along with the tender copy (amount-tó be submitted in the shape of DD/Cheque in favour of "The Block Development Officer, Rupaichari RD Block, South Tripura' drawn on any Nationalized Bank of India & payable at TGB, Rupaichari Branch, Sabroom, South Tripura.) Registration of the Firm/Shop. (Photo Copy). PAN Card. (Photo Copy), GST Registration. (Photo Copy), Tax Clearance. (Photo Copy), AADHAR Card. (Photo Copy)Trade License (Photo Copy) etc. as the evidence of valid bidder any incomplete Tender will summarily be rejected. The tender box will be kept open for dropping tender by the intending Tenderer/ Bidders in the chamber of the undersigned from **13/08/2026 to 24/ 08/2026** (between 9 30 AM to 5 PM in working days only) and the box will be opened on **24/08/2026 at 4.30 PM (if possible).** The bidders / Tenderer are requested to remain present during the tender opening.

Sd/- Illegible
Block Development Officer,
Rupaichari RD Block,
Sabroom South Tripura.

ICA/C-1597/26

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited from Registered/Licensed/ Authorized, experienced and reputed Canteen/Restaurant/SHGs/ Catering Operators for **"Operating the Canteen at Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura"**. Detailed specification, necessary terms & conditions and bid document may be downloaded from the website: www.gdp.ac.in. Interested bidders may send their bids and offers to the "Principal, Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura" in sealed cover superscripting **"Quotation for Operating the Canteen at Gomati District Polytechnic, Fulkumari, Udaipur, Gomati Tripura"** latest by **27th August, 2026** upto **4:00 PM.** The quotations will be opened on **28th August, 2026 at 2:00 PM** if possible, in presence of intending bidders. Quotations received after the due date and time will not be taken into consideration. The undersigned reserves the right to reject any quotation including the lowest one without assigning any reason thereof.

Sd/- Sri Dinesh Kumar Jamatia
Principal-in-charge

ICA/C-1590/26

টিকেন্দ্রজিৎ সিংসহ বীর শহিদদের স্মরণে কমলপুরে স্মরণসভা ও তেরঙ্গা র‍্যালি

কমলপুর, ১৩ আগস্ট: ৮০তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর টিকেন্দ্রজিৎ সিংসহ দেশের বীর শহিদদের স্মরণে কমলপুরে আয়োজিত হল স্মরণসভা ও সুসজ্জিত তেরঙ্গা র‍্যালি। কমলপুর মণিপুরী ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শহিদদের আত্মত্যাগের স্মৃতি নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বার্তা নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মণিপুরী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন বয়সের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে র‍্যালি হয়ে ওঠে আবেগঘন।

জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে অংশগ্রহণকারীরা কমলপুর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। র‍্যালি জুড়ে বীর শহিদদের আত্মত্যাগ ও দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁদের অবদানের কথা স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি, শহিদদের আদর্শ ও সংগ্রামের ইতিহাস আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বানও উঠে আসে। র‍্যালি শেষে কমলপুরের নজরুল ভবনে আয়োজন করা হয় স্মরণসভার। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী টিকেন্দ্রজিৎ সিংসহ অন্যান্য বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তাঁদের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ এবং দেশ ও মানুষের জন্য অবদানের কথা স্মরণ করেন উপস্থিত বক্তারা। স্মরণসভায় বিশেষভাবে উঠে আসে বীর টিকেন্দ্রজিৎ সিংয়ের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রসঙ্গ। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উপস্থিত মণিপুরী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা বলেন, ইতিহাসের পাতায় লেখা বীরদের আত্মত্যাগ কখনও বিস্মৃত হওয়ার নয়। নতুন প্রজন্মকে সেই ইতিহাস জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে তা বহন করতে হবে।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর টিকেন্দ্রজিৎ সিংয়ের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে কমলপুরের ঐতিহ্যবাহী ঝুলন্ত সেতুটির নাম তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেই নামের মধ্য দিয়েই কমলপুরের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি আজও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করা বীর শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর মধ্য দিয়ে এদিনের কর্মসূচি নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাস ও দেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দেয়।

PNIT NO.: 15/EE/MNP/PWD (R&B)/2026-27 Date 12/08/2026

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl No.	DNIeT No.	Last time and date of submission of bid	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1	DNIT No:20/DNIeT/MNP/ PWD(R&B)/2026-27	Upto 3.00 PM on 20/ 08/2026	At 4.00 PM on 20/08/2026 (If Possible)
2	DNIT No:21/DNIeT/MNP/ PWD(R&B)/2026-27		
3	DNIT No:22/DNIeT/MNP/ PWD(R&B)/2026-27		
4	DNIT No:23/DNIeT/MNP/ PWD(R&B)/2026-27		
5	DNIT No:24/DNIeT/MNP/ PWD(R&B)/2026-27		
6	DNIT No:25/DNIeT/MNP/ PWD(R&B)/2026-27		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

(For & on behalf of the Governor of Tripura)

(Er. Susanta Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD (R&B),
Mohanpur, west Tripura.

ICA/C-1595/26

3rd Claimant Notice

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by I/C FPU-Jampuijala vide his OR No.70/FPU-JMPJ/2025-26/OR Dated, 21/01/2026 and Memo No.F.4/FPU-JMPJ/ 2025-26/OR/820-822, Dated, 21/01/2026 that vehicle bearing Registration No. TR01-R-1896 was seized while performing patrolling duty by I/C FPU-Jampuijala along with staff has intercepted 01 (one) no. Vehicle bearing Registration No. TR01-R-1896 illegally collection Sawn Timber without document on 21/01/2026 at about 10.30 AM, at Gakulnagar under Bishalgarh Range of questionable origin.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7 (86)/ For-FP-86/14469 dt. 09/06/1987 and No.F.13 (103)/For/Estt/2014/50233 dated 12/02/2015 of the Forest Department Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Sec 2 of Sec 52 (A) of Indian Forest Act, (Tripura Second Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing registration No. TR01-R-1896 for illegal collection and carrying of Sawn Timber of Forest produce of questionable origin in commission of Forest offence under section 41, 41(B), 42, 52 & 52(A) of Indian Forest Act, 1927, and made there under.

NOW THEREFORE, now once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR01-R-1896 to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (SDFO Bishalgarh) within 10 (ten) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle of their authorized representative fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-party.

Issued under my seal and signature of this day on _ / August' 2026.

Sd/- [Ishang Lal, IFS]
(Authorized Officer)
Sub-Divisional Forest Officer
Bishalgarh Forest Sub-Division

ICA/D-786/26

Tripura Institute of Technology, Narsingarh
Department of Higher Education
Government of Tripura

13th Aug, 2026

Invitation

Tripura Institute of Technology, Narsingarh cordially invites all Students, Teachers, Employees, Parents, Guardians, Alumni, local citizens, Representatives from Press and Electronic Media to attend the special commemorative programmes on

Har Ghar Tiranga Campaign
Exhibition on Evolution of National Flag
Observance of Partition Horrors Remembrance Day

Sri Animesh Debbarma, Hon'ble Minister of Science, Technology and Environment, Forest etc. Department has given his kind consent to grace the occasion as **Chief Guest** and **Inaugurator** of the Program.

Venue: APJ Abdul Kalam Auditorium, TIT
Date: 14-08-2026 Time 11:30 AM

Your gracious presence will add dignity and significance to this national commemorative occasion.

Principal
Tripura Institute of Technology, Narsingarh

ICA/D-777/26

লালটিলাপাড়ায় পুলিশের বড়সড় সাফল্য, মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: যাত্রাপুর থানার পুলিশের অভিযানে লালটিলাপাড়া এলাকা থেকে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় বাড়ির মালিক বাদল চন্দ্র দে-কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিকের নেতৃত্বে এলাকায় অভিযান শুরু হয়। অভিযানে থানার সমস্ত সাব-ইন্সপেক্টর এবং টিএসআর জওয়ানরা অংশ নেন। এরপর একটি বাড়ি ঘিরে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় রাত প্রায় ১টা নাগাদ বাড়িতে নির্মাণাধীন একটি নতুন বিল্ডিংয়ের ভিতরে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখা একাধিক সিনটেক্সের ড্রাম উদ্ধার করে পুলিশ। ড্রামগুলির ভিতরে বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা মজুত করে রাখা হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি। ঘটনাস্থল থেকেই বাড়ির মালিক বাদল চন্দ্র দে-কে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বাবার নাম ননীগোপাল দে। পরে উদ্ধার হওয়া গাঁজা ও ধৃত ব্যক্তিকে যাত্রাপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশের দাবি, অভিযানের মাঝপথে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে যাত্রাপুর থানার ওসি সোনামুড়া মহকুমার এসডিপিওকে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে এসডিপিও এবং সোনামুড়া থানার ওসিও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ ও টিএসআর জওয়ান মোতায়েন থাকায় কোনওরকম বাধা ছাড়াই অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয় বলে জানান ওসি পার্থনাথ ভৌমিক। এদিকে, লালটিলাপাড়া এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। বসতবাড়ির নির্মাণাধীন অংশে মাটির নিচে এত বিপুল পরিমাণ গাঁজা কী উদ্দেশ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পুলিশের এই অভিযানকে যাত্রাপুর থানার সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় সাফল্য বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ব্যস্ত রাজপথে রাস্তা সংস্কারের দূষণ, নীরব প্রশাসন, ধর্মনগরে প্রশ্নের মুখে পরিবেশ সুরক্ষা

ধর্মনগর, ১৩ আগস্ট: সাধারণ যানবাহনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান চললেও সরকারি রাস্তা সংস্কারের কাজ ঘিরে এবার প্রশ্ন উঠল পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে। ব্যস্ত জনবহুল রাজপথে দিনের সময় রাস্তা সংস্কারের কাজে কার্পেটিং মেশিন ব্যবহারের জেরে কালো ধোঁয়া, পিচের তীব্র গন্ধ এবং ধুলোবালিতে পথচারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্যস্ত সময়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ চলায় যানবাহন চলাচলের পাশাপাশি পথচারীদেরও সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। কার্পেটিং মেশিন থেকে নির্গত ধোঁয়া ও পিচের গন্ধে শ্বাসকষ্টসহ নানা ধরনের অস্বস্তির সৃষ্টি হচ্ছে বলেও দাবি তাঁদের। বিশেষ করে রাস্তার পাশে থাকা দোকানদার, পথচারী ও শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ তুলনামূলকভাবে বেশি।

অভিযোগ উঠেছে, সাধারণ যানবাহনের দূষণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিত নজরদারি ও জরিমানার ব্যবস্থা থাকলেও রাস্তা সংস্কারের কাজ থেকে দূষণ ছড়ানোর ক্ষেত্রে তেমন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না। ফলে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়রা।

সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের আইন কি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বাইক, গাড়ি কিংবা অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? সরকারি দপ্তর কিংবা ঠিকাদারি সংস্থার রাস্তা সংস্কারের কাজ থেকেও যদি দূষণ সৃষ্টি হয়, সেক্ষেত্রে কি একই নিয়ম কার্যকর হওয়া উচিত নয়?

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রে আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি, ব্যস্ত ও জনবহুল এলাকায় রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সূচি ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি মেনে কাজ করার ব্যবস্থা করা জরুরি। রাস্তা সংস্কার যেমন জরুরি, তেমনই মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সুরক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই ধর্মনগরে রাস্তা সংস্কারের কাজ ঘিরে দূষণের অভিযোগ প্রশাসন কতটা গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখে, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

Page 3_5_7- JAGARAN (1).pmd 2 14-08-2026, 01:08

হরেকরকম   হরেকরকম   হরেকরকম

শক্তির জন্য রোজ যে সব প্রোটিন খাবেন

আজকাল সকলেই ব্যস্ত। সব সময় ছুটে চলেছেন। আর এই সারাদিন ছুটে চলার ফলে নাওয়া-খাওয়ার কোনও সময় থাকে না। সারাদিন কাজ আর কাজ। ঘুমের জন্যেও সময় নেই। ঘুম কষ্ট করে রোজের রুটিন থেকে ৫ ঘন্টা বের করতে হয়। যে কারণে ঘুমও অনেক কম হয়। আর তাই সকালে ঘুম থেকে উঠলেই ক্লান্ত লাগে। একরকম জোর করেই নিজের শরীর টেনে নিয়ে কাজ করতে হয়।

দিনের পর দিন যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে অবশ্যই তা হেলাফেলা না করে চিকিতকের পরামর্শ নিতে হবে। সেই সঙ্গে পরিবর্তন আনতে হবে রোজের ডায়েটেও। কম ঘুম শরীরের জন্য মোটেও ভাল নয়।

আর এই ক্লান্তি, দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে রোজের পাতে প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, আয়রন, ফাইবারের মত প্রয়োজনীয় পুষ্টি রাখতে হবে। নিয়মিত ভাবে এই সব পুষ্টিকর খাবার খেতে পারলে ক্লান্তি দূর হবে সহজেই। আর এই খাবারের তালিকায় যে সব খাবার রোজ অবশ্যই রাখবেন-

ডিম- যাঁরা ডিম খান তাঁদের উচিত রোজ একটা করে ডিমসিদ্ধ খাওয়া। ডিমের মধ্যে প্রোটিন, ফ্যাট, ক্যালশিয়াম থাকে। যে কারণে একটা ডিম থেকে প্রচুর পরিমাণ এনার্জিও পাওয়া যায়। অমলেট বানিয়েও খেতে পারেন তবে সিদ্ধ খেলেই সবচাইতে ভাল।

কলা- কলার মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার আর পটাশিয়াম থাকে। আর তাই যে কারণে ওয়ার্ক আউটের পর কলা খেতে বলা হয়। ওয়ার্ক আউট শুরু করার আগে একটা কলা খান, ভাল ফল পাবেন।

বাদাম- বাদামের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ হেলদি ফ্যাট। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রোটিনও। তাই ওজন কমাতে এবং রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে রোজ একমুঠো করে বাদাম খান। হার্টের জন্যেও বাদাম খুব উপকারী।

তরমুজ- তরমুজের মধ্যে জল, ভিটামিন আর খনিজ এই সবই রয়েছে। গরমের দিনে ডিহাইড্রেশন বেশি হয়। আর তাই এই সময় তরমুজ খান রোজ। এছাড়াও খেতে পারেন জুস বানিয়ে। এতে শরীরে জলের পরিমাণ ঠিক থাকে। পালং শাক- পালং শাকের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ আয়রন। যা কোষে অক্সিজেন পরিবহনে সাহায্য করে। যার ফলে শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ হয়। চিয়া বীজ- চিয়া বীজ শরীরের গ্লুকোজ হোমিওস্টেসিস বজায় রাখতে এবং রক্তে শর্করা প্রতিরোধে সাহায্য করে। এই বীজগুলিতে উপস্থিত ফাইবার শরীরকে শক্তিশালী রাখে।

খেজুর- খেজুরের মধ্যে ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, দস্তা এবং আয়রন থাকে। যা শরীরের অনেক উপকারে লাগে। আর তাই রোজ সকালে খেজুর খান। আগের রাতে তা জলে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে খালিপেটে খান।

শুধু জানুন কোন সবজির উপর বেশি জোর দেবেন

একবার ডায়াবেটিস ধরলে সহজে পিছু ছাড়ে না। তার উপর ডায়াবেটিসের হাত ধরে চোখ, পা, ত্বকের সমস্যা চলে আসে। এমনকী ধীরে ধীরে কিডনির উপরও প্রভাব পড়তে থাকে। তাই ডায়াবেটিসে চিকিতকেরা প্রথম থেকে সাবধান হওয়ার কথা বলেন। সাধারণত রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ওষুধ খেতে হয়।

তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। যেমন চিনিযুক্ত খাবার একদম চলে না। কার্বোহাইড্রেটেড যুক্ত খাবারও বুঝে শুনে খেতে হয়। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙালি ডাল, ভাত, তরকারির উপরই বেশি জোর দেয়। যদিও এক বাটি সবজির তরকারি খেয়েও আপনি রক্তে শর্করার

মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। শুধু আপনাকে জানতে হবে, কোন কোন সবজির উপর আপনি বেশি ভরসা করবেন। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক, আপনার রোজের ডায়েটে কী-কী সবজি রাখতেই হবে।

টমেটো- টমেটো ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী। গ্লাইসেমিক সূচকেও এই সবজি কম র্যাংকে রয়েছে। আপনি বিভিন্ন রান্নায় টমেটো ব্যবহার করতে পারেন। আবার স্যালাদ হিসেবে কাঁচাও খেতে পারেন। টমেটো আপনার হার্টের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।

পালং শাক- শীতের মরশুম শেষ। কিন্তু শীতের এই সবজি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপযুক্ত। পালং শাক খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। তাছাড়া পালং শাক ওজন কমাতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ওজনকে বশে থাকা খুব জরুরি।

মিষ্টি আলু- অনেকেই মনে করেন যে, সুগার থাকলে আলু খাওয়া চলে না। কিন্তু সীমিত পরিমাণে আলু খেলে কোনও সমস্যা হয় না। আর যদি রাঙা আলু খান তাহলে তো আর কোনও চিন্তাই নেই। ডায়াবেটিস ডায়েটে রাঙা আলু রাখলে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। গাজর- সবজি তরকারিতে গাজর দিতে পারেন। গাজর শীতকালীন সবজি হলেও এখন সারাবছর বাজারে এই সবজি পাওয়া যায়। তাছাড়া গাজর রক্তে সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। করলা- করলা বা উচ্ছে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে দারুণ উপকারী। এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। তাছাড়া এই সবজি ইনসুলিনের উতাদন ও কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে।

অলিভ অয়েল- তরকারি রাঁধতে গেলে তেল ও মশলা প্রয়োজন। তা না হলে খাবারে স্বাদ আসে না। আর রান্নার সময় তেলের উপরও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারলে খুব ভাল। এতে মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে যা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুব উপযুক্ত। আর মশলা হিসেবে হলুদ, গোলমরিচ, দারুচিনির মতো ভেষজ উপাদান ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য খুবই উপকারী।

দুপুরের ভাতের সঙ্গে রুই, কাতলা মাগুর খেয়েও ওজন কমাতে পারেন

ওজন কমানো সহজ কাজ নয়। শরীরচর্চার পাশাপাশি ডায়েটের দিকেও বিশেষ নজর দিতে হয়। এমন বেশ কিছু খাবার রয়েছে, যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। তবে, ওজন কমাতে গেলে মাটনের মতো ফ্যাট জাতীয় খাবার একদম চলে না। কিন্তু আপনি চিকেন, মাছ ইত্যাদি খেতে পারেন। মাছে-ভাতে বাঙালি যদি মাছ খেয়ে ওজন কমাতে পারে, তাহলে আর অন্য কোনও খাবারের উপর কেন নির্ভর করে থাকবেন।

কিন্তু সমস্যা হল, ওজন কমানোর জন্য ঠিক কোন মাছটা বেশি করে খাবেন? মৌরলা, শিংঙি, মাগুর থেকে শুরু করে রুই, কাতলা, পমফ্রেট সব ধরনের মাছ পাওয়া যায় বাংলার বাজারে। কিন্তু ওজন কমানোর জন্য কোনটি কিনবেন? রইল টিপস

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাছ খেলে ওজন কমে এবং বেশ কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা পাওয়া যায়। দ্য আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত গবেষণা পত্র অনুযায়ী, সপ্তাহে দু' থেকে তিনবার মাছ খেলে আপনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবেন। মাছ হল এমন একটি খাবার যা প্রোটিনের সমৃদ্ধ উত। তাই মাছ খেলে পেট দীর্ঘক্ষণ ভর্তি থাকে আর এতে উল্লেখযোগ্যভাবে ওজন কমে। অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত মাংস কিংবা মাটনের মতো খাবারের তুলনায় অনেক কম ক্যালোরি রয়েছে মাছে। ফ্যাটের পরিমাণও সীমিত। সুতরাং, মাছ খেলে ওজন বেড়ে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

মাছ খাওয়ার সবচেয়ে বড় উপকারিতা হল, এর মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এই পুষ্টি শরীরে প্রদাহ কমায়, হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখে, উজ্জ্বল ত্বক প্রদান করে এবং ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সুতরাং, ওজন কমানোর পাশাপাশি সুস্থ জীবনযাপনের জন্য মাছ খাওয়া দরকার। তাছাড়া মাছ মেটাবলিজম রেট বাড়াতে সাহায্য করে। এটি ওজন কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু সমস্যা আবারও একই জায়গায়। কোন মাছ খাবেন?

বিশেষজ্ঞদের মতে, স্যালমন, টুনা, রাভা, সার্ডিন, টারলি, ম্যাকরেল, বাঙদার মতো মাছগুলো ওজন কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি, ক্যাটফিশের মতো সামুদ্রিক খাবারও খেতে পারেন। তবে এগুলো সীমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত, কারণ এতে বেশ উচ্চ পরিমাণে মারকিউরি থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু বাজারে চিংড়ি, ঝিনুক সহজে পাওয়া গেলেও স্যালমন, টুনার মতো মাছ পাওয়া যায় না। তাহলে উপায় কী?

বিশেষজ্ঞদের মতে, ওজন কমাতে সাহায্য করে ইলিশ, পমফ্রেটের মতো মাছও। মাগুর মাছ ওজন কমাতে দারুণ সহায়ক। এছাড়া ছোট মাছ যেমন পুঁটি, মৌরলা, আমুদি, ট্যাংরা ইত্যাদি মাছ খেতে পারেন। আর রোজের ডায়েটে যদি পোনা মাছ যেমন রুই, কাতলা রাখেন তাহলেও ওজন কমাতে পারবেন। এই সব পুষ্টিতে সমৃদ্ধ। এই সব মাছের মধ্যে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ভিটামিন বি, ভিটামিন ই, ভিটামিন ডি এবং আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে যাবেন। এই মাছগুলো যেমন ওজন কমাবে, তেমনই আপনার স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবে।

দই খাওয়ার সময় এই পাঁচ ভুল মোটেই করবেন না

দই শরীরের জন্য খুবই ভাল। নিয়মিত ভাবে টকদই খেতে পারলে ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে। সেই সঙ্গে দূর হবে অন্যান্য শারীরিক সমস্যাও। শীতের দিনে দই একটু কম খাওয়া হলেও গরমের দিনে অধিকাংশই দুপুরের খাবার খেয়ে বাড়িতে দই খান। এছাড়াও দই দিয়ে লস্যি, স্যালাড, কাস্টার্ড-সহ আরও অনেক কিছুই বানানো যায়।

ঠাণ্ডায় দই খাওয়ার অন্যরকম মজা থাকে। এছাড়াও গরম লুয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে এই টকদই। এছাড়াও টকদইয়ের মধ্যে রয়েছে হাজারো উপকারিতা। দই অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে। সেই সঙ্গে চর্বি বাড়তে দেয় না। হজম ঠিক ভাবে করিয়ে দেয়, পেট ঠান্ডা রাখে। এছাড়াও কফ, কাশির সমস্যা দূর করতে, শরীরে শক্তি বাড়াতে এবং বাতের ব্যথা সারাতে কার্যকরী হল টকদই। শরীরের জন্য এত উপকারী সত্ত্বেও দই খাওয়ার সময় কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হবে। নইলে কিন্তু সমূহ বিপদ।

দই গরম করে খাবেন না- কোনও ভাবেই দই গরম করে খাবেন না। প্রাকৃতিক ভাবে দই ঠাণ্ডা। তাই সাধারণ তাপমাত্রায় থাকা দই খান বা দই ঠাণ্ডা করে খান। অনেক রান্নাতেই দই ব্যবহার করা হয়। তবে দই দিয়ে তৈরি রান্না বেশিবার গরম করলে তার খাদ্যগুণ কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা শরীরের ক্ষতি করে। কফের সমস্যায় দই নয়- সর্দি, কাশি, কফের সমস্যা লেগে থাকলে একেবারেই দই খাবেন না। এতে কফ, সর্দি আরও অনেক বেশি বসে যায়। আর তাই দই এড়িয়ে চলুন। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

রাতে দই নয়- দিনে সময় পান না বলে অনেকেই রাতে দই খান। এতে কফের সমস্যা বাড়তে পারে। প্রয়োজনে বাটার মিল্ক খেতে পারেন। বাটার মিল্কের মধ্যে ভাজা জিরে গুঁড়ো, সামান্য নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে শরীরের অনেক উপকার হবে। এছাড়াও রোজ দই খেতে হবে এরকমও নয়। ফলের সঙ্গে নয়- ফলের সঙ্গে দই না মিশিয়ে খেলেই ভাল। দই, চিঁড়ের সঙ্গে কলা দিয়ে খেতে পারেন। ওটস বা মুজলির সঙ্গেও টকদই দিয়ে খেতে পারেন। কিন্তু খালি পেটে টকদই এর সঙ্গে ফল মিশিয়ে না খেলেই ভাল। এতে বিপাকে সমস্যা হয়, অ্যালার্জির সমস্যাও হতে পারে। মাছ, মাংসের সঙ্গে নয়- দই মাছ কিংবা দই মাংস হলে তার সঙ্গে শেষপাতে দই একেবারেই খাবেন না। এছাড়াও মাটন খেলে সঙ্গে দই একেবারেই নয়। অনেক বাড়িতেই পঞ্চব্যাঞ্জনের সঙ্গে দই দেওয়া হয়। যা ঠিক নয়।

ওরাল ক্যান্সার কেন হয়ে থাকে

ওরাল ক্যান্সার বর্তমানে ছড়িয়ে পড়ছে। একসময় এই রোগ পরিচিত ছিল না। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়া, বিশেষত আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন এবং শ্রীলংকার অন্যতম প্রধান সমস্যা এটি।

এর মূল কারণ এসব অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস, অভিরুচি, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ব্যক্তি বিশেষে বদঅভ্যাস। যেমন- সুপারি-জর্দা চিবানো, তামাক ও অ্যালকোহলের ব্যবহার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওরাল ক্যান্সার মূলত জিহ্বা, মুখ, মুখের পেছনে গলা ও ঠেঁটের স্কোয়ামাশ টিস্যুতে হয়ে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর ঝুঁকিও বাড়তে থাকে। ওরাল ক্যান্সারের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে যুগান্তরের পাঠকদের পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (ডেন্টাল শিক্ষা) ডা. মো. মোশাররফ হোসেন খন্দকার (মুসা)। ওরাল ক্যান্সার কেন হয়- পান, সুপারি, গুল, জর্দা, সিগারেটসহ অন্যান্য তামাক বা তামাকজাত পণ্য গ্রহণ।-বেশিমাত্রায় অ্যালকোহল পান।- বংশগত কারণ।- সূর্যের আলোতে অতিরিক্ত অবস্থান, বিশেষত অল্প বয়সে।-ঠেঁট বা মুখে দীর্ঘদিনের ঘা।- হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি)। নির্দিষ্ট এইচপিভি স্ট্রেনগুলো স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমার (এসিসি) জন্য দায়ী। কী করবেন- তামাক, তামাকজাত পণ্য ও অ্যালকোহল সেবন পুরোপুরি বাদ দেওয়া।-সূর্যের আলোতে সরাসরি অবস্থান না করা।- দাঁতের নিয়মিত যত্ন নেওয়া। মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখা শরীরের অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য জরুরি। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রচুর সবজি ও ফল থাকা উচিত। সবুজ-লাল-হলুদ-বেগুনিসহ নানা রঙের সবজি ও ফলে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মুখের ক্যান্সারসহ নানা রোগের ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে। বছরে দু'বার ডেন্টাল চেকআপ করলে, মুখের ক্যান্সার বা যে-কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা প্রথমেই ধরা পড়ে। ফলে তা দ্রুত প্রতিকার করা সম্ভব হয়।

ভাতের সঙ্গে রাজমা ডাল খেয়েও কোলেস্টেরল বশে থাকবে

এখন মানুষ স্বাস্থ্য নিয়ে অনেক বেশি সচেতন। বিশেষত কোলেস্টেরলের সমস্যা নেই। কারণ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে এখান থেকে হৃদরোগের ঝুঁকিও তৈরি হয়। অনেক সময় বাড়ির রান্না করা খাবার খেয়েও কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা দেয়। অতিরিক্ত তেল, মাটন, চর্বিযুক্ত খাবার খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়বেই।

আবার বাড়ির রান্না করা খাবার খেয়েই কিন্তু আপনি কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতেও পারেন। যে সব খাবারে ফাইবারের পরিমাণ বেশি রয়েছে, সেই খাবার কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। ওটস, আপেল তো ব্রেকফাস্টে খাবেন। কিন্তু দুপুরের পাতে কোন খাবার রাখলে, উপকার পাবেন জানেন? ডাল-ভাত। তবে, আপনাকে খেতে হবে রাজমা ডাল।

রাজমা কোলেস্টেরলের রোগীদের জন্য দারুণ উপকারী। রাজমার মধ্যে বেশ উচ্চ পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। এটি হার্টের স্বাস্থ্য ও মজবুত হাড় গঠনের ক্ষেত্রে উপযোগী। সুতরাং, দুপুরের ডাল-ভাতে যদি রাজমা রাখেন, তাহলে কোলেস্টেরল নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হবে না। রাজমা মূলত রক্তে ভাল কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। তাছাড়া রাজমার মধ্যে ফাইবার রয়েছে, যা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। রাজমা কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি এটি হজম স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং ওজন কমায়। এমনকী ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী রাজমা। কিন্তু কী ভাবে রাজমা খাবেন? রইল টিপস।

রাজমা তৈরির টিপস-

রাজমার ডাল বানিয়ে খেতে পারেন। কিন্তু রাজমা রান্না করার সময় কয়েকটি টিপস আপনাকে মানতে হবে। যেমন রাজমা রান্নার আগে আপনাকে ডালটা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আগের দিন রাতে রাজমা জলে ভিজিয়ে রাখুন। রাজমা কমপক্ষে ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা জমে ভিজিয়ে রাখতে হবে। কারণ রাজমা ভাল করে সেদ্ধ না হলে, তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। এতে বদহজম হতে পারে। পাশাপাশি আপনি রাজমার কোনও গুণ পাবেন না।

যে ভাবে রাজমা বানাবেন-

রাজমা আগের দিন ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে ওই ভেজানো রাজমা প্রেসার কুকারে দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। অন্তত পাঁচটা সিটি দেবেন। এবার কড়াইতে এক চামচ তেল গরম করুন। এতে পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, রসুন কুচি দিন। পরিমাণমতো নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। এবার এতে টমেটো কুচি, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর গরম মশলা দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার এতে সেদ্ধ করে রাখা রাজমাটা দিয়ে দিন। ভাল করে নেড়ে নিন। এবার পরিমাণমতো জল দিন। ২-৩ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। রাজমা সেদ্ধ হয়ে গেলে এবং মশলার সঙ্গে মিশে গেলে আঁচ নিভিয়ে দিন। উপরে ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন রাজমা কারি।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়েটের ফলে ত্বক এবং চুলে যেসব লক্ষণ দেখা দেয়

ওজন কমাতে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই ঝুকছেন অনিয়ন্ত্রিত ডায়েটের দিকে। নিজেকে সুদর্শন দেখানোর জন্য অভিজ্ঞ ডায়াটিশিয়ানের পরামর্শ না নিয়ে, চটজলদি ফলের আশায় তারা নানা ধরনের চার্ট অনুসরণ শুরু করেন। আর এটিই হচ্ছে বিপদের কারণ।

চিকিতকদের মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মোটামুটি দৈনিক তিন হাজার কিলো ক্যালরি চাহিদা রয়েছে।

কিন্তু ক্র্যাশ ডায়েটে সেই চাহিদা ৮০০ কিলো ক্যালরিতে বেঁধে দেওয়া হয়। এর সরাসরি কুপ্রভাব দেখা যায় সেই ব্যক্তির ত্বক ও চুলে। আর এই ক্ষতি সম্পর্কে অনেক ক্ষেত্রেই ডায়েট অনুসরণকারীরা সচেতন থাকেন না।

যে কোনও সুষম ডায়েটে ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং ইলেকট্রোলাইটসের ভারসাম্য থাকে। কিন্তু ডায়েটের আমূল পরিবর্তনে শরীরে এই উপাদানগুলোর ঘাটতি তৈরি হয়।

চলুন দেখে নেওয়া যাক অনিয়ন্ত্রিত ডায়েটের ফলে ত্বক এবং চুলে কী কী উপসর্গ দেখা যায়- ত্বক ও চুলের যে স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা থাকে, তা অনেকটাই কমে যায়। ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। বেশি বয়সে ত্বকের ইলাস্টিসিটি কমে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কম বয়সে এমন ডায়েটের কারণে ত্বকের টানটান ভাব কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বলিরেখাও দেখা দিতে পারে। কারও ত্বকে ছোপ ছোপ কালো দাগ, কারও বা সাদা দাগ হতে পারে। ঠেঁট, হাতেও এমন স্পট দেখা যেতে পারে। ত্বকের জালিকা বা ক্যাপিলারি ফেটে রক্ত পড়তে পারে। শরীরে প্রোটিনের জোগান কমে যাওয়ায় চনমনে বা ফুরফুরে ভাব কমে যেতে পারে। কাজে অনীহা, ক্লান্তি দেখা দেয়।

ভিটামিন এ-র অভাবে রাইনোডার্মা বা টোড স্কিন হতে পারে। এতে ব্যক্তির হাত-পায়ে পদ্মকাঁটার মতো দেখা যায়। ভিটামিন বি কমপ্লেক্স বা রাইবোফ্লেভিনের অভাবে ঠেঁট লাল হয়ে থাকে, ঠেঁটের কোণ ফেটে যায়।

ভিটামিন বি টুয়েলভের অভাবে হাতের আঙুলগুলো কালো হয়ে যায়। ঠেঁটের স্বাভাবিক আর্দতা কমে গিয়ে শুষ্ক হয়ে যায়।

ভিটামিন সি-এর অভাবে হাত-পায়ে ছোপ পড়তে পারে। ত্বক ফেটে রক্ত পড়তে পারে। হাত-পায়ের তালুতে লাল ছোপ ছোপ দেখা যায়।

ভিটামিন বি সিক্স-এর অভাবে ঠেঁটের কোণে ঘা, জিভ লাল হয়ে যায়। ভিটামিনের অভাবেই জিভের ক্যাপিলাগুলো বড় হয়ে যায়। নখের গ্রোথ কমে যায়। নখ ভঙ্গুর হয়ে যায়। কারও নখে গর্ত বা দাগের মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

চুলের সমস্যা-

ক্র্যাশ ডায়েটের কারণে শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিনের ঘাটতি হয়। যার ফলে চুলের ঔজ্জ্বল্যও কমতে থাকে। চুল খুব ভঙ্গুর হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠে বালিশে বা স্নানের সময়ে অস্বাভাবিক পরিমাণে চুল পড়ে যাওয়া এমন ডায়েটের কারণে হতে পারে। চুল শুষ্ক হয়ে যায়। চুলের স্বাভাবিক রঙেরও পরিবর্তন দেখা যায়। হাত দিয়ে টানলেই চুল পড়ে যাওয়া এই সমস্যার একটি উপসর্গ।

চলুন দেখে নেওয়া যাক এর চিকিতা

মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট দিয়ে এই ভিটামিনগুলোর ঘাটতি পূরণ করা হয়। কখনও বা ভিটামিনের ঘাটতি গুরুতর হলে, ভিটামিন বি-টুয়েলভ ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এই চিকিতা কয়েক মাস পর্যন্ত চালানো জরুরি।

ত্বক এবং চুলের শুষ্কতা দূর করার জন্য ময়শ্চারাইজার দেওয়া হয়। পিগমেনটেশন দূর করার জন্য সানস্ক্রিন ব্যবহারের পরামর্শ দেন চিকিতকেরা।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, রোগের কারণ নির্মূল না করলে ত্বকের সমস্যা মিটবে না। অভিজ্ঞ ডায়াটিশিয়ান এবং চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে ডায়েট চার্ট তৈরি করতে হবে।

12-08-26.pmd 2 14-08-2026, 00:27

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একতা সংঘের উদ্যোগে মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে একতা সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হল মেগা রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিল্পী দেওয়ান দাস, ১৩ নম্বর প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল সভাপতি স্বপ্না দাস, প্রতাপগড় যুব মোর্চার মনীষ চক্রবর্তী, একতা সংঘের সভাপতি সুখেন সাহা সহ অন্যান্যরা।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, দানগুলির মধ্যে রক্তদানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। কারণ রক্তের কোনও বিকল্প নেই। একজনের দান করা রক্ত সংকটাপন্ন রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে একতা সংঘের পক্ষ থেকে এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংগঠনের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান মেয়র। তিনি বলেন, দেশাত্মবোধের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এ ধরনের মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা প্রয়োজন।

এদিনের রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও সাড়া লক্ষ্য করা যায়। বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবারও সুযোগ গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সঙ্গে মানবসেবার এই উদ্যোগ একতা সংঘের সামাজিক দায়বদ্ধতারও বার্তা বহন করে বলে মনে করেন উপস্থিত অতিথিরা।

বাগবাসায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে ই-রিকশা চালকরা

ধর্মনগর, ১৩ আগস্ট: যাত্রী পরিষেবাকে কেন্দ্র করে হাই স্পিড ই-রিকশা চালকদের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ফের আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন বাগবাসা এলাকার হাই স্পিড ই-রিকশা চালকরা।

অভিযোগ, গতকাল যাত্রী পরিষেবাকে কেন্দ্র করে হাই স্পিড ই-রিকশা চালকদের দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় তপন দাস নামে এক চালক আহত হন। পরবর্তীতে তাঁর পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি এবং ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে অভিযোগ অবরোধকারীদের।

এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ ফের বাগবাসা এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে বসে পড়েন হাই স্পিড ই-রিকশা চালকরা। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কোনও কার্যকর আলোচনা করা হয়নি। ফলে ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে।

অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সাধারণ যাত্রী ও পথচারীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের তৎপরতা দেখা গেলেও, অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানিয়েছেন তাঁরা। অবরোধকারীদের স্পষ্ট দাবি, হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে এবং অভিযোগ অনুযায়ী মামলা নথিভুক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সড়ক অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাগবাসার হাই স্পিড ই-রিকশা চালকরা।

খোয়াইয়ে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিতে তিরঙ্গা র‍্যালি, অংশ নিলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা

খোয়াই, ১৩ আগস্ট: ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচিকে সামনে রেখে খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ‘আমার তিরঙ্গা, আমার গর্ব’ শীর্ষক বিশেষ কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় আয়োজিত এই কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল তিরঙ্গা র‍্যালি।

র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াইয়ের জেলাশাসক রজত পন্থ, জেলা পুলিশ আধিকারিক ভোগাটি জগদীশ্বর রেড্ডি, মহকুমা শাসক নির্মল কুমার ঝা, অতিরিক্ত পুলিশ আধিকারিক জাস্টিন জোসেফ, অতিরিক্ত জেলাশাসক অবেদানন্দ বৈদ্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা।

খোয়াই সুভাষ পার্ক সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে তিরঙ্গা র‍্যালির সূচনা হয়। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করেন। পরে র‍্যালিটি এসে পৌঁছায় দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজে।

র‍্যালি শেষে কলেজের কনফারেন্স হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা, দেশাত্মবোধ এবং স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে উপস্থিতদের সামনে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন তিনি।

জেলা প্রশাসনের আধিকারিক, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মী এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতিতে এদিনের কর্মসূচি দেশাত্মবোধের আবহে সম্পন্ন হয়। ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি দেশের প্রতি গর্ব ও শ্রদ্ধার বার্তা পৌঁছে দেওয়াই মূল লক্ষ্য বলে জানান উদ্যোক্তারা।-

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে ওল্ড আগরতলায় পড়ুয়াদের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষকে সামনে রেখে দেশজুড়ে চলছে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচি। এরই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার ওল্ড আগরতলা আরডি ব্লক এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে আয়োজিত হল বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা র‍্যালি। র‍্যালিতে অংশ নেন ওল্ড আগরতলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া র‍্যালিটি ওল্ড আগরতলা ব্লক কার্যালয়ে এসে পৌঁছায়। সেখানে বিডিও রতন নমঃ-সহ ব্লক কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। র‍্যালিতে পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নজর কাড়ে। হাতে উড়তে থাকা তেরঙ্গা এবং দেশাত্মবোধক আবেগে মুখর হয়ে ওঠে গোটা ব্লক চত্বর। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা তুলে ধরে পড়ুয়াদের এই উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন ওল্ড আগরতলা ব্লকের বিডিও রতন নমঃ। দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনাকে আরও শক্তিশালী করতে ছাত্রছাত্রীদের এই ধরনের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশের প্রতি ভালোবাসার চেতনা নতুন প্রজন্মের মধ্যে আরও সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কর্মসূচিতে পড়ুয়াদের সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্যও উৎসাহিত করেন তিনি। ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওল্ড আগরতলার পড়ুয়াদের এই র‍্যালির মধ্য দিয়ে সেই বার্তাই আরও একবার প্রতিফলিত হল।

ঝাড়খণ্ডে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের প্রতিবাদে খোয়াইয়ে এবিভিপি-র বিক্ষোভ

খোয়াই, ১৩ আগস্ট: ঝাড়খণ্ডে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদের ঢেউ এবার খোয়াইয়েও। বৃহস্পতিবার দুপুরে খোয়াই কোহিনুর সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর খোয়াই জেলা শাখা। দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। কর্মসূচিতে এবিভিপি-র সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও অংশ নেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা পরীক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুতর অনিশ্চয়তা তৈরি করে। এর ফলে পরীক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। তাই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার বিষয়েও সরব হন সংগঠনের নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, কোনও পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠলে দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে, তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এদিকে, বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে খোয়াই কোহিনুর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ছাত্রছাত্রীরাও প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঝাড়খণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই প্রতিবাদের প্রভাব খোয়াইয়েও এসে পৌঁছানোয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে ফের আলোচনায় উঠে এসেছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো গুরুতর বিষয়।

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে: মুখ্যমন্ত্রী

● **আটের পাতার পর** রাজ্যের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২০২৬ সালে আয়োজিত ”ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস সামিট”-এ প্রত্যাশার তুলনায় বেশি বিনিয়োগকারী অংশগ্রহণ করেছেন। প্রায় ১.২০০ জন বিনিয়োগকারী সামিটে অংশ নেন। এর মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রায় ৮,০০০ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছেছে বলেও তিনি জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উন্নয়নকে কেবল রাজধানী বা নির্দিষ্ট কয়েকটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হবে না। প্রতিটি জেলা, মহকুমা, গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ”সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস” মন্ত্রকে সামনে রেখে ”টিম ত্রিপুরা” হিসেবে জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মচারী ও প্রশাসন একসঙ্গে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, ”প্রতি ঘরে সুশাসন” কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন শংসাপত্র, সরকারি সুবিধা ও জনকল্যাণমূলক পরিষেবা পেতে যাতে সাধারণ মানুষকে বারবার সরকারি দপ্তরে যেতে না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শান্তি ও সুস্থ পরিবেশের কারণে ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। ”অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি”র মাধ্যমে রাজ্যের যোগাযোগ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সহজ হয়েছে এবং ত্রিপুরা বিনিয়োগের জন্য ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে পরিকাঠামো উন্নয়ন ও মূলধনী ব্যয়ের জন্য প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকার তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। গত অর্থবছরে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরেও ইতিমধ্যে প্রায় ৪৪০ কোটি টাকার জনমুখী প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বৃষ্টির কারণে কিছু এলাকায় রাস্তার কাজ ব্যাহত হলেও দ্রুত রাস্তা মেরামত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নমূলক কাজ চললে কিছু সমস্যা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক, তবে কাজ থামিয়ে রাখা নয়, সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিভিন্ন জেলায় ট্রমা সেন্টার স্থাপনের কাজ চলছে। উত্তর ত্রিপুরা ও ঊনকোটি জেলাতেও পর্যায়ক্রমে ট্রমা সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। কৈলাসহরের হাসপাতালের পরিকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা হবে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ঊনকোটির উন্নয়ন শুধু বর্তমান প্রজন্মের জন্য নয়, আগামী প্রজন্মের জন্যও একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কৃষি ও কর্মসংস্থান সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ, নিরাপদ, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও উন্নত করাই সরকারের লক্ষ্য। জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য ২১টি একলব্য স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে স্মার্ট ক্লাস চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, উন্নয়ন তখনই প্রকৃত অর্থে সফল হবে যখন তার সুফল সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছাবে। জাতি, জনজাতি, মণিপুরী, সংখ্যালঘু সহ সকল অংশের মানুষের সমান উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করেই একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় কৈলাসহর মহকুমার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন। তিনি জানান, ডিএম অফিস, মহকুমা অফিস, লেবার অফিস, নেশামুক্তি হাসপাতাল সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নমূলক কাজ মিলিয়ে কৈলাসহর মহকুমায় প্রায় ৬৫০ কোটি টাকার কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এসভিইপি(এজিইওয়াই) প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগীর হাতে পণ্য পরিবহণকারী গাড়ি প্রদান করা হয়, ডলুগাঁও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২ জন ছাত্রীকে সাইকেল প্রদান করা হয়। ২ জন দিব্যাঙ্গ সুবিধাভোগীকে হুইলচেয়ার ও শ্রবণযন্ত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রাণী দেবরায়, ত্রিপুরা স্টেট ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান মবশ্বর আলি, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সদস্য বিমল কর এবং ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার রিশভ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা মেঘা জৈন।

চিকনছড়ায় চুরি করা ছাগল-মুরগি কেনার অভিযোগে মাংস ব্যবসায়ীর উপর হামলা, জাতীয় সড়কে যানজট

জম্পুইজলা, ১৩ আগস্ট: চুরি করা ছাগল ও মুরগি কেনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে জম্পুইজলা ব্লকের চিকনছড়া গ্রাম। অভিযোগ, চুরি করা গবাদি পশু ও পাখি কম দামে কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে এক মাংস ব্যবসায়ীর উপর ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে হামলা চালান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, চিকনছড়া ভিলেজ এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ছাগল ও ভেড়া চুরির ঘটনা ঘটছে। চুরি করা এসব ছাগল ও ভেড়া কম দামে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চেছুড়িমাই এলাকার এক মাংস ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করা হয় বলেও অভিযোগ তাঁদের।

এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই বৃহস্পতিবার সকালে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীদের একাংশ মাংস ব্যবসায়ী তপন সরকারের উপর হামলা চালান বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে জাতীয় সড়কে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয় এবং সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হয়। চুরি করা পশু কেনাবেচার অভিযোগের সত্যতা কতটা, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। একইসঙ্গে হামলার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, তা নিয়েও নজর রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি রয়েছে বলে জানা গেছে।

শ্রীরামপুর-গোলকপুর সড়ক পরিদর্শনে মন্ত্রী টিংকু রায়, শীঘ্রই শুরু হবে নির্মাণকাজ

কৈলাসহর, ১৩ আগস্ট: চণ্ডীপুর বিধানসভা এলাকার দীর্ঘদিনের বেহাল শ্রীরামপুর-গোলকপুর সড়ক বৃহস্পতিবার সকালে পরিদর্শন করেন সমাজকল্যাণ, সমাজশিক্ষা ও শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী জানান, এই সড়কের নির্মাণকাজের জন্য বহু বছর আগেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। মন্ত্রীর অভিযোগ, ঠিকাদারের গাফিলতি এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত কিছু ব্যক্তির বাধার কারণে দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পটি ঝুলে ছিল। তবে বর্তমানে আইনি জটিলতা কাটিয়ে রাজ্য সরকার পুনরায় সড়ক নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। খুব শীঘ্রই রাস্তার নির্মাণকাজ শুরু হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। মন্ত্রী আরও জানান, ভবিষ্যতে জল জমে রাস্তা নষ্ট হওয়ার সমস্যা রুখতে সড়কের দু’পাশে ড্রেন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল সড়কের কারণে দুর্ভোগে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারাও দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু ও সম্পন্ন হওয়ার আশায় রয়েছেন। রাস্তার সংস্কার ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা তৈরি হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সমস্যাও অনেকটাই কমবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর**

পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কীভাবে তিনি রেললাইনে এলেন এবং দুর্ঘটনাটি ঠিক কীভাবে ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই রেলস্টেশন চত্বরে ভিড় জমে যায়। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মৃত যুবকের পরিচয় শনাক্ত করার পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন স্থানীয়রা।

ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

ধর্মনগর থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ ড্রেন থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৬০ থেকে ৬৫ বছর। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। কীভাবে তিনি হাসপাতাল চত্বরের ড্রেনে পড়লেন এবং কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার পর ধর্মনগর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করার পাশাপাশি মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল চত্বরে সাময়িকভাবে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ধৃত দুই সরকারি কর্মচারী

● **প্রথম পাতার পর**

এরপর বুধবার স্থানীয় বাসিন্দারা বিশ্রামগঞ্জ থানা ঘেরাও করে নাবালিকাকে দ্রুত উদ্ধার এবং অভিযুক্ত জামাল মিয়াকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। পরিস্থিতির চাপে এরপর সক্রিয় হয় পুলিশ। বুধবার রাতেই বিশ্রামগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে একটি জিরো এফআইআর নথিভুক্ত করে তা আমতলী থানায় পাঠানো হয়।

নাবালিকাকে আমতলী থানা এলাকার অন্তর্গত স্থান থেকে অপহরণ করা হয়েছে বলে পুলিশ জানতে পারে। এরপর আমতলী থানার পুলিশ বুধবার রাতেই জামাল মিয়ার বাবা মতি মিয়া এবং ভাই কামাল মিয়াকে গ্রেপ্তার করে। আমতলী থানায় ৭৯/২০২৬ নম্বর মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩৭(২) ও ৬১(১) ধারায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ধৃত দুজনকে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়। তদন্তের স্বার্থে মামলার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে চাননি আমতলী থানার ওসি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে মূল অভিযুক্ত জামাল মিয়ার অবস্থান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধারের ক্ষেত্রেও তদন্তে অগ্রগতি হবে বলে আশা পুলিশের।

এদিকে, বৃহস্পতিবার বিকেলে ধৃতদের আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় থানার সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন মতি মিয়ার স্ত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায়ও চাঞ্চল্য রয়েছে। নাবালিকার পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তদন্ত দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে নিরাপদে উদ্ধার করতে হবে। পাশাপাশি ঘটনার মূল অভিযুক্ত জামাল মিয়াকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

আত্মত্যাগ ও স্বপ্ন : মন্ত্রী রতন

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি বলেন আমরা চাই তিরঙ্গা শুধু সরকারি দফতরে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রতিটি বাড়িতে, প্রতিটি ছাদে এবং প্রতিটি মানুষের চেতনায় পৌঁছে যাক। আমাদের কাছে ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারি এবং ২ অক্টোবর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন।

রতন লাল নাথ আরও বলেন, সংবিধান আমাদের শিক্ষার অধিকার দিয়েছে এবং একইসঙ্গে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের অধিকারও দিয়েছে। দেশের প্রতি এই পরিচয় ও গর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মন্ত্রী বলেন, শিশুরা যখন বাবা-মায়ের সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে, তখন দেশের সঙ্গে তাদের এক গভীর আবেগের সম্পর্ক তৈরি হবে। হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচি গত ৯ আগস্ট থেকে শুরু হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায়নি।

এদিনের শুনানিতে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে একটি হলফনামা আদালতে জমা দেওয়া হয়। মামলাকারীদের আইনজীবীর দাবি, ওই হলফনামায় জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজস্ব নিয়োগবিধি ছিল না। পাশাপাশি যে পদগুলিতে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সেগুলির অনুমোদিত ‘স্যাংশন পোস্ট’ও ছিল না বলে দাবি করা হয়েছে।

মামলাকারীদের পক্ষের বক্তব্য, জেলা পরিষদের হলফনামার তথ্যেই তাঁদের অভিযোগের প্রাথমিক ভিত্তি প্রতিফলিত হয়েছে। মামলায় পক্ষভুক্ত ১৫ জন নিয়োগপ্রাপকের বক্তব্য শোনার সুযোগ রেখেই তাঁদের বেতন আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর মামলাটি ফের শুনানির জন্য উঠবে। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আরও বিস্তারিত হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য সময় চাওয়া হলেও আদালত সেই আবেদন গ্রহণ করেনি বলে জানান মামলাকারীদের আইনজীবী।

এদিকে, মামলাকারীদের দাবি, এডিসি এলাকায় একই পদ্ধতিতে আরও প্রায় ২০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে তাঁদের কাছে তথ্য রয়েছে। যদিও মামলাকারীদের আইনজীবীর বক্তব্য, তাঁদের উদ্দেশ্য কারও চাকরি কেড়ে নেওয়া নয়। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, মেধা, যোগ্যতা এবং আইনসম্মত ও প্রকাশ্য প্রক্রিয়া নিশ্চিত করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। যোগ্য প্রার্থীরা যাতে সমান সুযোগ পান এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনও ধরনের অনিয়ম বা স্বজনপোষণের সুযোগ না থাকে, সেই দাবিতেই জনস্বার্থ মামলাগুলি দায়ের করা হয়েছে বলে জানান মামলাকারীদের আইনজীবী।

রাজ্য মন্ত্রিসভার পদক্ষেপ

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে ১ জুলাইয়ের মধ্যে এম.এ.সি.পি.এস.-এর সুবিধা গ্রহণের কারণে কিছু সিনিয়র কর্মচারী তাঁদের জুনিয়র কর্মচারীদের তুলনায় বেতনজনিত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এর কারণ, তাঁদের বার্ষিক বেতনবৃদ্ধির (অ্যানুয়াল ইনক্রিমেন্ট) তারিখ পরবর্তী বছরের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে যাচ্ছিল। এর আগে অর্থ দপ্তর জানিয়েছে, যেসব কর্মচারীর পরবর্তী বেতনবৃদ্ধির তারিখ (ডেট অব নেক্সট ইনক্রিমেন্ট বা ডি.এন.আই.) পরবর্তী বছরের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত পিছিয়ে গিয়েছিল, তাঁদের এম.এ.সি.পি.-এর সুবিধা ডি.এন.আই.-এর তারিখে গ্রহণের জন্য বিকল্প (অপশন) বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়। এম.এ.সি.পি.-এর কারণে ডি.এন.আই.-এর তারিখে মূল বেতন (বেসিক পে) নির্ধারণের জন্য ওই বিকল্প জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩১.১০.২০২৩। তবে বিকল্প প্রদানের ক্ষেত্রে ৩১.১০.২০২৩ তারিখকে শেষসীমা হিসেবে নির্ধারণ করার ফলে সিনিয়র ও জুনিয়র কর্মচারীদের মধ্যে বেতনগত অসামঞ্জস্য (পে এনোমালি) অব্যাহত ছিল। এই অসামঞ্জস্য দূর করার লক্ষ্যে ১২.০৮.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, ডি.এন.আই-এর তারিখে এম.এ.সি.পি.-এর কারণে বেতন নির্ধারণের জন্য বিকল্প প্রদানের ক্ষেত্রে নির্ধারিত শেষসীমা, অর্থাৎ ৩১.১০.২০২৩, প্রত্যাহার করা হবে।

এছাড়াও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পূর্বে নির্ধারিত শেষসীমার কারণে যে সমস্ত কর্মচারী কোনও কারণে ওই সময়ে বিকল্প প্রদান করতে পারেননি, তাঁদেরও এই সুবিধার আওতায় আনা হবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে বহু কর্মচারী উপকৃত হবেন।

জলের সংকটে পড়ুয়ারা

● **প্রথম পাতার পর**

বলে অভিযোগ। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় গরমের সময় পড়ুয়া ও শিক্ষকদের চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়। শুধু বিদ্যুতের সমস্যাই নয়, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচালয়ের অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ। এর পাশাপাশি নিরাপদ পানীয় জলের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা।

অভিভাবক ও স্থানীয়দের বক্তব্য, একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত শৌচালয় এবং বিশুদ্ধ পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবাগুলি কোনওভাবেই উপেক্ষা করা উচিত নয়।

তাই আড়ালিয়া নামারকুচি জেবি স্কুলের সমস্যাগুলি দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এখন দেখার বিষয়, দীর্ঘদিনের এই সমস্যাগুলির সমাধানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কবে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

● **প্রথম পাতার পর**

তফসিল অনুযায়ী আগামী ২০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তা এ এম এম নাসির উদ্দিন ইতিমধ্যেই ২০ আগস্ট জাতীয় সংসদ ভবনের অধিবেশন কক্ষে ভোটগ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করেছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী এই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

তফসিল অনুযায়ী, আগামী ১৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ১৮ আগস্ট। ২০ আগস্ট দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জাতীয় সংসদের অধিবেশন কক্ষে ভোটগ্রহণ হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট ৩৪৯ জন সংসদ সদস্য ভোটার হিসেবে রয়েছেন। বর্তমানে চট্টগ্রাম-৪ আসনটি শূন্য রয়েছে।

১৯৯১ সালের পর এই প্রথম একাধিক প্রার্থীকে নিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ফলে ৩৫ বছর পর আবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটাভুটি হতে চলেছে। গত ২৪ জুলাই মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের কারণে পদটি শূন্য হলে সেই শূন্য পদ পূরণের জন্য ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করতে হয়।

মহকুমা প্রশাসনের অভিযান

● **প্রথম পাতার পর**

চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন বিভিন্ন দোকানে গিয়ে পণ্যের মজুদ, বিক্রয়মূল্য এবং বাজারদরসহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বিশেষ করে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম কেন বাড়ছে, তার কারণও খতিয়ে দেখা হয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাজারে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

উদ্যোগ এমবিবি কলেজের

● **প্রথম পাতার পর**

তাঁর কথায়, ১৯৫০ সাল থেকে সাধারণভাবে ‘বন্দে মাতরম’-এর প্রথম দুটি স্তবকই পরিবেশিত হয়ে আসছে। তবে ‘বন্দে মাতরম’-এর ১৫০তম বর্ষ উপলক্ষে এমবিবি কলেজে এবার ছয়টি স্তবকই একসঙ্গে হাজারেরও বেশি কণ্ঠে পরিবেশন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অধ্যক্ষের দাবি, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠে সম্পূর্ণ ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশনের ঘটনা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নজিরবিহীন হতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামে ‘বন্দে মাতরম’-এর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি। ত্রিপুরার সর্বস্তরের মানুষ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও বিদেশে থাকা এমবিবি কলেজের প্রাক্তনীদেরও সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ড. মহুয়া আচার্য জানান, শুরুতে এক হাজার অংশগ্রহণকারীর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রবল উৎসাহে সেই সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১৩০০ ছাড়িয়েছে। এমবিবি কলেজের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় তৈরি করার ইচ্ছা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের এই বিপুল সাড়া বলে জানান তিনি।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের কাছে এই উদ্যোগকে তুলে ধরার আবেদন জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে দেশ ও দেশের বাইরেও দেশাত্মবোধের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এমবিবি কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। দীর্ঘ কয়েক দশকে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছেন। জাতীয় শিক্ষা নীতির ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় চেতনা গড়ে তোলার প্রচেষ্টারই প্রতিফলন হিসেবে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে জানিয়েছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

অভিষেক দেবরায়ের নেতৃত্বে মাতাবাড়িতে বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা মিছিল, অংশ নিলেন সর্বস্তরের মানুষ

উদয়পুর, ১৩ আগস্ট: আসন্ন ১৫ আগস্ট ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আহ্বানে দেশজুড়ে চলছে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযান। এরই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার উদয়পুরের ৩২-মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে আয়োজিত হল বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা শোভাযাত্রা।

বিজেপি মাতাবাড়ি মণ্ডল যুব মোর্চা এবং মাতাবাড়ি আরডি ব্লকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই র্যালি মাতাবাড়ি বিধানসভার বাইপাস সড়ক থেকে শুরু হয়ে চন্দ্রপুর সিন্থেটিক স্টেডিয়ামে গিয়ে শেষ হয়। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শিশু থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে র্যালি পরিণত হয় জনসমাগমে।

জাতীয় পতাকা, দেশাত্মবোধক স্লোগান এবং অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় এদিন উদয়পুরের পরিবেশ হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে জাতীয় পতাকার প্রতি গর্ব ও সম্মান আরও সুদৃঢ় করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়, গোমতী জেলা সভানেত্রী সবিতা নাগ, জেলা সহ-সভাপতি উত্তম দে, মাতাবাড়ি মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ মারাক, মাতাবাড়ি আরডি ব্লকের বিডিও অরিজিৎ পাল, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস এবং ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযানে মাতাবাড়ি মণ্ডলের পর্যবেক্ষক জয়দীপ চক্রবর্তী-সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও দলীয় নেতৃত্বরা।

র্যালিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক দেবরায় বলেন, ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ অভিযানের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি জাতীয় পতাকার প্রতি মানুষের গর্ব ও সম্মান আরও সুদৃঢ় করাই এই কর্মসূচির লক্ষ্য। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

এদিনের তিরঙ্গা শোভাযাত্রাকে ঘিরে মাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা যায়। জাতীয় পতাকা হাতে জাতি-জনজাতি নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে এলাকায় দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের আবহ আরও জোরালো করে তোলে।

শ্রীরামপুর-গোলকপুর সড়ক পরিদর্শনে মন্ত্রী টিংকু রায়, শীঘ্রই শুরু হবে নির্মাণকাজ

কৈলাসহর, ১৩ আগস্ট: চণ্ডীপুর বিধানসভা এলাকার দীর্ঘদিনের বেহাল শ্রীরামপুর-গোলকপুর সড়ক বৃহস্পতিবার সকালে পরিদর্শন করেন সমাজকল্যাণ, সমাজশিক্ষা ও শ্রমমন্ত্রী টিংকু রায়। এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী জানান, এই সড়কের নির্মাণকাজের জন্য বহু বছর আগেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেই কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। মন্ত্রীর অভিযোগ, ঠিকাদারের গাফিলতি এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত কিছু ব্যক্তির বাধার কারণে দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্পটি ঝুলে ছিল। তবে বর্তমানে আইনি জটিলতা কাটিয়ে রাজ্য সরকার পুনরায় সড়ক নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। খুব শীঘ্রই রাস্তার নির্মাণকাজ শুরু হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

মন্ত্রী আরও জানান, ভবিষ্যতে জল জমে রাস্তা নষ্ট হওয়ার সমস্যা রুখতে সড়কের দু’পাশে ড্রেন নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

”মিশন এইডস সুরক্ষা”-র অধীনে আমবাসায় সচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং একটি এইচআইভি-মুক্ত সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আজ ধলাই জেলার আমবাসায় ”মিশন এইডস সুরক্ষা”-র অধীনে এক জনসচেতনতামূলক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আমবাসা টাউন হলে এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, এইচআইভি প্রতিরোধে সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতাই সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। যুবসমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের এই সচেতনতা অভিযানের মূল বাহক হিসেবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়, যাতে তারা তাদের পরিবার ও বন্ধুদের মধ্যেও এই বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। আলোচনা সভায় সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এইচআইভি পরীক্ষা ও চিকিৎসার সুবিধা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

আলোচনা সভার শেষে আমবাসা টাউন হল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে একটি র্যালি আমবাসা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে। এই পদযাত্রায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। র্যালিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিক, স্বাস্থ্যকর্মী, আশাকর্মী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যগণ এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ হাতে প্ল্যাকার্ড, ব্যানার ও পোস্টার নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

”মিশন এইডস সুরক্ষা”-র মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধ, সঠিক তথ্য প্রদান এবং সমাজ থেকে এই রোগ সম্পর্কিত কুসংস্কার বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো। পদযাত্রা চলাকালীন অংশগ্রহণকারীরা সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবং এইচআইভি পরীক্ষা ও চিকিৎসার গুরুত্ব তুলে ধরে বিভিন্ন স্লোগান দেন। ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

দেশের সংবিধান ও আইনকে সম্মান করে দেশ গঠনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে: সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় আজ বিলোনীয়া কলেজ স্কয়ার থেকে জেলাভিত্তিক তিরঙ্গা র্যালির সূচনা হয়। র্যালির সূচনা করেন সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। কলেজ স্কয়ার থেকে শুরু হয়ে র্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিকেআই সিন্থেটিক টার্ফ গ্রাউন্ডে এসে শেষ হয়।

র্যালির সূচনা করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, তিরঙ্গা আমাদের স্বাধীনতা, ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতীক। দেশের প্রতি ভালোবাসা, জাতীয় ঐক্য ও নাগরিক দায়িত্ববোধকে আরও সুদৃঢ় করতে এই ধরনের কর্মসূচির গুরুত্ব রয়েছে। দেশের সংবিধান ও আইনকে সম্মান করে সততা, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে দেশ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসার তিনি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলাশাসক মোঃ সাজাদ পি, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলাশাসক মোঃ হাবিজ উদ্দীন প্রমুখ। র্যালিতে অতিথিদের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রী ও সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। র্যালি শেষে জেলাশাসক জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখার পাশাপাশি দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

গর্জি বাজরাবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একাদশের ক্লাস শুরু, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের দাবি

উদয়পুর, ১৩ আগস্ট: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে গর্জি বাজরাবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে শুরু হল একাদশ শ্রেণির পঠনপাঠন। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে একাদশ শ্রেণির প্রথম ক্লাস শুরু হয় বিদ্যালয়ে। নতুন করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পঠনপাঠন শুরু হওয়ায় পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা যায় খুশির আবহ।

উল্লেখ্য, গর্জি বাজরাবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি ২০২৪ সালে এসবি বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে ২০২৬ সালে বিদ্যালয়টিকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়।

স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, গর্জি এলাকায় বাংলা মাধ্যমের দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয়ের অভাব থাকায় বাজরাবাড়ি বিদ্যালয়টিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হোক। কারণ, গর্জি বাজারের দ্বাদশ শ্রেণির বিদ্যালয়টি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার পর ২০২৩ সাল থেকে এলাকার মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল।

চলতি বছর এই বিদ্যালয় থেকে মোট ১৭ জন পড়ুয়া মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর চলতি বছরই বিদ্যালয়টিকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করে। ফলে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের সকলেই বাংলা মাধ্যমের বাজরাবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণির কলা বিভাগে ভর্তি হয়েছে।

বৃহস্পতিবার একাদশ শ্রেণির প্রথম ক্লাস উপলক্ষে বিদ্যালয়ে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এসএমসি কমিটির সম্পাদক রতন পাটোয়ারী, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিশ্বজিৎ মারাক, উদয়পুর বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তথা সমাজসেবী পার্থসারথী দাস-সহ এসএমসি কমিটির সদস্যরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সমরেশ নমঃ।

তবে বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পঠনপাঠন শুরু হলেও শিক্ষক সংকট নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বিদ্যালয়ে বর্তমানে ১১ জন শিক্ষক থাকলেও শিক্ষাবিজ্ঞান ছাড়া কলা বিভাগের অন্যান্য বিষয়ে পর্যাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই বলে জানা গেছে। ফলে ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল-সহ বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা।

তাঁদের বক্তব্য, বিদ্যালয়টি দ্বাদশ শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় এলাকার পড়ুয়াদের দীর্ঘদিনের সমস্যা অনেকটাই মিটেছে। এখন পর্যাপ্ত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হলে এখানকার পড়ুয়ারা নিজ এলাকাতেই উন্নতমানের উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণির প্রথম ক্লাস শুরু হওয়ার দিনে পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও আনন্দের পরিবেশ।

রাজ্যজুড়ে এইচআইভি এইডস সচেতনতামূলক কর্মসূচির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি -এর উদ্যোগে এবং মান্দাই ব্লক কার্যালয়ের, সহযোগিতায় ”ইন্টেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬” রাজ্যস্তরের উদ্বোধনী কর্মসূচি গতকাল মান্দাই ব্লকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (ত্রিপুরা) এর মিশন অধিকর্তা সাজু ভাহিদ এ। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আশাকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, ব্লক কর্মী, টিআই-এনজিও, এলডব্লিউএস এর প্রতিনিধি ও ছাত্র-ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন। এই প্রচারাভিযানের মূল লক্ষ্য হলো এইচআইভি প্রতিরোধ, দ্রুত পরীক্ষা, চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহায়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এইচআইভি/এইডস-সংক্রান্ত কুসংস্কার ও বৈষম্য দূর করা। এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশের অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী করা এবং এইচআইভি প্রতিরোধের বার্তা সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়ে ’এইচআইভি, ড্রাগস মুক্ত রাজ্য’ গড়ার সম্মিলিত লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। একই দিনে জেলাস্তরে নানা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি-এর উদ্যোগে এবং পশ্চিম ত্রিপুরা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের সহযোগিতায় ইন্টেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬” এর জেলাস্তরের উদ্বোধনী কর্মসূচি বামুটিয়া ব্লকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। আশা কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, ব্লক কর্মী, টিআই-এনজিও, এলডব্লিউএস প্রতিনিধি, ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যান্য অংশীজন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে এইচআইভি প্রতিরোধ, পরীক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সম্মিলিত সামাজিক উদ্যোগের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি-এর উদ্যোগে এবং অমরপুর মহকুমা হাসপাতালের সহযোগিতায় গোমতী জেলায় ”ইন্টেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬” এর জেলাস্তরের উদ্বোধনী কর্মসূচি গতকাল অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায় এর উপস্থিতিতে প্রচারাভিযানের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অমরপুর মহকুমা ও নগর পঞ্চায়েতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে এইচআইভি/এইডস এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে অমরপুর নগর পঞ্চায়েত পর্যন্ত একটি গণসচেতনতা র্যালি আয়োজন করা হয়। প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী সচেতনতামূলক প্ল্যাকার্ড ও ব্যানার হাতে র্যালিতে অংশ নেন।

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি -এর উদ্যোগে এবং চম্পাহরের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহযোগিতায় খোয়াই জেলার সীতেশ স্মৃতি কমিউনিটি হল -এ ”ইন্টেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬’-এর জেলাস্তরের উদ্বোধনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আশা কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য অংশীজন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এর উদ্বোধন করেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ। অনুষ্ঠানে এইচআইভি প্রতিরোধ, সচেতনতা, পরীক্ষা ও চিকিৎসার পাশাপাশি একটি এইচআইভি-মুক্ত সমাজ গঠনে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি-এর উদ্যোগে এবং সিপাহিজলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের সহযোগিতায় মেলাঘরের সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ”ইন্টেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬” এর জেলাস্তরের উদ্বোধনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেলাঘর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়। আশা কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, টিআই-এনজিও এবং অন্যান্য অংশীজন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে এইচআইভি প্রতিরোধ, পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি এর উদ্যোগে এবং উত্তর ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের সহযোগিতায় পানিসাগর মহকুমা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে ”ইন্টেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬”-এর জেলাস্তরের উদ্বোধনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. দীপক হালদার, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, উত্তর ত্রিপুরা। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। আশা কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, ব্লক কর্মী, টিআই-এনজিও, এলডব্লিউএস-এর প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল এইচআইভি প্রতিরোধ, পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং এইচআইভি-সংক্রান্ত কলঙ্ক ও বৈষম্য হ্রাসের বিষয়ে জনসচেতনতা আরও শক্তিশালী করা।

আমবাসা টাউন হলে ’ইন্টেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬”-এর জেলাস্তরের উদ্বোধনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক পার্থ দাস। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। আশা কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, ব্লক কর্মী, টিআই-এনজিও এবং অন্যান্য অংশীজন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রচারাভিযানে এইচআইভি প্রতিরোধ, পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং সম্মিলিত সামাজিক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বাইখোরা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন মনুবনকুল বাজারে ইন্টেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬” এর জেলাস্তরের উদ্বোধনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. জ্যোতির্ময় দাস, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, দক্ষিণ ত্রিপুরা। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। আশা কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, ব্লক কর্মী, টিআই-এনজিও এবং অন্যান্য অংশীজন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে এইচআইভি প্রতিরোধ, দ্রুত পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং সম্প্রদায়ের সহযোগিতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালের কনফারেন্স হলে ”ইন্টেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন ২০২৬”এর ঊনকোটি জেলাস্তরের উদ্বোধনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. শীর্ষেন্দু চাকমা, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, উনকোটি। এছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। আশা কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী, ব্লক কর্মী, টিআই-এনজিও, এলডব্লিউএস-এর প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে এইচআইভি প্রতিরোধ, পরীক্ষা, চিকিৎসা ও সচেতনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং ’এইচআইভি-মুক্ত ভারত’ গড়ার লক্ষ্যে সম্মিলিত অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

ত্রিপুরার রাজ্যস্তর ও জেলাস্তরের বিভিন্ন উদ্বোধনী কর্মসূচিতে প্রায় ৯০০ জন আশাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মী, ছাত্রছাত্রী, টিআই-এনজিও, এলডব্লিউএস-এর প্রতিনিধি, ব্লক কর্মী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

এই ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় এইচআইভি প্রতিরোধ, পরীক্ষা, চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহায়তা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এইচআইভি-সংক্রান্ত কলঙ্ক ও বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ’এইচআইভি-মুক্ত রাজ্য’ গড়ার সম্মিলিত প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী হল।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন ওপিডি পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: খোয়াই জেলা হাসপাতালে গত ১১ আগস্ট থেকে সান্ধ্যকালীন ওপিডি পরিষেবা চালু করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়ের উদ্যোগে সপ্তাহে তিন দিন এই বিশেষ সান্ধ্যকালীন বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, প্রতি মঙ্গলবার অস্থি বিশেষজ্ঞ, বৃহস্পতিবার শিশু বিশেষজ্ঞ এবং শনিবার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবেন। সান্ধ্যকালীন ওপিডি পরিষেবা চালুর ফলে কর্মজীবী মানুষসহ দিনে হাসপাতালে আসতে অসুবিধা হয় এমন রোগীর বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

একই সঙ্গে জেলা হাপাতালের বহির্বিভাগীয় চিকিৎসা পরিষেবার পরিধি আরও বৃদ্ধি পাবে এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ পাওয়া সহজ হবে। এ বিষয়ে খোয়াই জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপার জানান, সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও নাগালের মধ্যে

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে ধনপুরে পড়ুয়াদের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

সোনামুড়া, ১৩ আগস্ট: ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে চলছে দেশাত্মবোধক ও জনসচেতনতামূলক নানা কর্মসূচি। এরই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বড় নারায়ণ ইসলামিয়া ফাজিল (এইচএস) মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত হল বর্ণাঢ্য ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ র্যালি।

মাদ্রাসার দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে সোনামুড়া-বিলোনিয়া সড়কে এই র্যালির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ধনপুরের বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, বিজেপির সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণাংশের সহ-সভাপতি বিশ্বজিৎ ভৌমিক, দলীয় কর্মী-সমর্থক এবং অন্যান্য সমাজসেবীরা।

হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে পড়ুয়ারা প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করেন। র্যালি ঘিরে পড়ুয়াদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। দেশপ্রেম ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা তুলে ধরাই ছিল এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

র্যালি শুরুর আগে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও তাৎপর্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে বীর শহিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে নতুন প্রজন্মকে দেশ ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি দেশপ্রেম ও জাতীয় ঐক্যের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই র্যালির আয়োজন বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। দেড় শতাধিক পড়ুয়া ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য এই র্যালির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ধনপুরে দেশাত্মবোধের আবহ আরও জোরালো হয়ে ওঠে।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে ওল্ড আগরতলায় পড়ুয়াদের বর্ণাঢ্য র‍্যালি

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষকে সামনে রেখে দেশজুড়ে চলছে ‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচি। এরই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার ওল্ড আগরতলা আরডি ব্লক এলাকায় উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে আয়োজিত হল বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা র্যালি। র্যালিতে অংশ নেন ওল্ড আগরতলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া র্যালিটি ওল্ড আগরতলা ব্লক কার্যালয়ে এসে পৌঁছায়। সেখানে বিডিও রতন নমঃ-সহ ব্লক কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

র্যালিতে পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নজর কাড়ে। হাতে উড়তে থাকা তেরঙ্গা এবং দেশাত্মবোধক আবেগে মুখর হয়ে ওঠে গোটা ব্লক চত্বর। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও দেশের প্রতি শ্রদ্ধার বার্তা তুলে ধরে পড়ুয়াদের এই উদ্যোগে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।

পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন ওল্ড আগরতলা ব্লকের বিডিও রতন নমঃ। দেশপ্রেম, জাতীয় ঐক্য এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনাকে আরও শক্তিশালী করতে ছাত্রছাত্রীদের এই ধরনের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান তিনি।

তিনি বলেন, জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশের প্রতি ভালোবাসার চেতনা নতুন প্রজন্মের মধ্যে আরও সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কর্মসূচিতে পড়ুয়াদের সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার জন্যও উৎসাহিত করেন তিনি।

‘হর ঘর তিরঙ্গা’ কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্বাধীনতার গৌরবময় ইতিহাসের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওল্ড আগরতলার পড়ুয়াদের এই র্যালির মধ্য দিয়ে সেই বার্তাই আরও একবার প্রতিফলিত হল।

বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পের কাজ পর্যালোচনার জন্য আজ বকাফা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: বিআরসি হলে বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং, বকাফা ব্লকের বিডিও মনোজ পাল এবং ব্লক এলাকার ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ-প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প ও ব্লক এলাকার অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা করা হয়।

সভায় আলোচনাচক্রমে সিদ্ধান্ত হয় বর্তমান অর্থবর্ষে ব্লক এলাকায় ১২০টি বাড়িতে শৌচালয় নির্মাণ করা হবে। প্রত্যেক শৌচালয় নির্মাণে ব্যয় হবে ১২,০০০ টাকা। তৈরী করা হবে ৪টি কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স। প্রত্যেকটির জন্য ব্যয় হবে প্রায় ২, ১০,০০০ টাকা। অন্যদিকে তৈরী করা হবে ২টি সেগ্রিগেশন শেডস। প্রত্যেক শেডের জন্য ব্যয় করা হবে ৪, ১২০০০ টাকা। এছাড়াও ব্লক এলাকায় ১৬টি কমিউনিটি সোকপিট তৈরী করা হবে। প্রত্যেক সোকপিটের জন্য ব্যয় করা হবে প্রায় ২০,০০০ টাকা।

নাবালিকাকে উদ্ধারের দাবিতে

● আটের পাতার পর বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার এক নাবালিকাকে এক যুবক জোরপূর্বক নিয়ে গেছে। ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও এখনও নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে দাবি তাঁদের। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সদস্যরা।

তাপস মজুমদারের দাবি, নাবালিকাকে দ্রুত উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। একইসঙ্গে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান তিনি।

এদিন থানায় পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় নাবালিকার নিরাপত্তার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়। কোনও ধরনের প্রলোভন, জোরজবরদস্তি বা অপরাধমূলক পরিস্থিতির শিকার যাতে নাবালিকা না হয়, সে বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

নাবালিকা উদ্ধারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের। দ্রুত তদন্ত করে নাবালিকাকে উদ্ধারের পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সনাতনী হিন্দু সমাজ।

নারী সুরক্ষা ও অপরাধ দমনে

● আটের পাতার পর সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজ্যে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানান তাঁরা।

ডেপুটেশনে অপহরণ ও ধর্ষণের প্রতিটি ঘটনার দ্রুত তদন্ত, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানায় সংগঠনগুলি।

শ্যাম সুন্দর কোং

● আটের পাতার পর ডিরেক্টর রূপক সাহা বলেন, “ত্রিপুরার অস্মিতা দে-কে সংবর্ধিত করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি শুধু ভারতের জন্য গর্ব বয়ে আনেননি, তাঁর সাফল্য দেশের অন্যান্য প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ ক্রীড়াবিদদেরও অনুপ্রাণিত করবে। দেশের ভবিষ্যৎ যুবসমাজের হাতেই। তাই অস্মিতার মতো তরুণ প্রতিভাদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে সোনা জয় করতে দেখা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। আমরা এখন থেকে অস্মিতার গলায় অলিম্পিকের পদক দেখার অপেক্ষায় রইলাম ন’

মূলপর্ব অধরা, জয় দিয়ে লীগ অভিযান শেষ বিশালগড়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্টজয় পেয়েও কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারলো না বিশালগড় মহকুমা। পয়েন্টের বিচারে সদর " বি " র সঙ্গে যুগ্মভাবে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু রান রেটে পিছিয়ে থেকে গ্রুপে তৃতীয় স্থান দখল করে সন্তুষ্ট থাকতে হলো বিশালগড় মহকুমাকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে বৃহস্পতিবার বিশালগড় মহকুমা আট উইকেটে পরাজিত করে দুর্বল কাঞ্চনপুর মহকুমাকে। খালি হাতে আসর শেষ করলো কাঞ্চনপুর মহকুমা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড়ের বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে মাত্র ৩৫ রানে গুটিয়ে যায় কাঞ্চনপুর মহকুমা। দলের পক্ষে প্রমিজ চাকমা ৩৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১২ এবং প্রিয়ঙ্কর নাথ ১৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১২ রান। বিশালগড় মহকুমার পক্ষে অনিকেত লস্কর চার রানে, মুস্তাকিন আল ফারহান ছয় রানে তিনটি করে, দ্বীপ শীল দুই রানে এবং আয়ুস দেবনাথ আট রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। সহজ লক্ষ্যকে তাড়া করতে নেমে বিশালগড় মহকুমা ১৩ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার রুদ্র চৌধুরী ৯ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ রানে অপরাজিত থেকে যায়।

গন্ডাছড়াকে হারিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন লংতরাইভ্যালি কো: ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো লংতরাই ভ্যালি মহকুমা। " সি " গ্রুপে চার ম্যাচ খেলে সব কটি ম্যাচে জয়লাভ করে। বৃহস্পতিবার লংতরাই ভ্যালি মহকুমা ৯ উইকেটে পরাজিত করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গন্ডাছড়া মহকুমাকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে। আমতলী স্কুল মাঠে এদিন অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। তাতে বিজয়ী দলের সন্দীপ রায় এবং দীপাঞ্জন দাস ব্যাট এবং বল হাতে দাপট দেখায়। এদিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে দীপাঞ্জন দাসের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে মাত্র ৯০ রানে গুটিয়ে যায় গন্ডাছড়া মহকুমা। দলের পক্ষে রেহাইন মন্ডল ৬৫ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৩১ রান। লংতরাই ভ্যালি মহকুমার পক্ষে দীপাঞ্জন ১৬ রানের চারটি, শুভজিৎ বড়ুয়া ১৬ রানে এবং সায়নদ্বীপ সরকার ১৭ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে লংতরাই ভ্যালি মহকুমা ৬৮ বল খেলে এক উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে ওপেনার সন্দীপ রায় ৪৫ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রানে এবং মেঘ দেববর্মা নয় বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ রানে অপরাজিত থেকে যায়। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান।

ডায়মন্ড লিগে হবে না নীরজ-নাদিম দ্বৈরথ, সরকারের গাফিলতিতেই নাম প্রত্যাহার পাক তারকার?

লুসানে ডায়মন্ড লিগে নামছেন ভারতের জ্যাভলিন-সুপারস্টার নীরজ চোপড়া। কিন্তু সেই মেগা আসরে দেখা যাবে না তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের আরশাদ নাদিমকে। ২১ আগস্ট থেকে শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। সেখানে নীরজের সঙ্গে নামার কথা অ্যান্ডারসন পিটার্স, জুলিয়ান ওয়েবারের মতো তারকাদের। সেখানে আরশাদের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নীরজের মুখোমুখি হতে হবে বলেই কি তবে পিছিয়ে গেলেন অলিম্পিকে সোনাজয়ী?

গ্লাসগোয় কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালে আরশাদ নাদিমকে দেখে চেনাই যাচ্ছিল না। দু'বছর আগে অলিম্পিকে সোনাজয়ী পাকিস্তানের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারকে কেমন যেন ক্লান্ত-অবসন্ন লাগছিল। তাঁকে কেন এত ম্রিয়মাণ মনে হয়েছে? এর কারণও কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগের তির পাকিস্তানের ক্রীড়া প্রশাসনের দিকেই। বলা ভালো, নিজদেশের কাছেই যেন 'হেরে' গেলেন নাদিম। অভিযোগ, অলিম্পিক্সে দেশের হয়ে একমাত্র ব্যক্তিগত সোনা জেতার পরেও নাদিমকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়নি পাকিস্তান অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন। ফেডারেশনের সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরেই নাকি বিদেশে অনুশীলনের সুযোগ পাননি তিনি। এমনকী গ্লাসগোর ঠান্ডায় খেলতে হবে জেনে নীরজ চোপড়া ও যশবীর সিং যেখানে সুইজারল্যান্ড ও পোল্যান্ডে অনুশীলন করেছেন, সেখানে নাদিম ঘাম ঝরিয়েছেন লাহোরের গরমে। এই পরিস্থিতিতে এবার লুসানের ডায়মন্ড লিগ থেকে নাম তুলে নিলেন পাক তারকা।

তবে আরশাদের দীর্ঘদিনের কোচ সলমন বাট জানিয়েছেন, নীরজকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। বরং সামনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাগুলির কথা মাথায় রেখেই লুসানে না নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তানের তারকা। কোচের কথায়, "এই মাসে ডায়মন্ড লিগে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাদিম। কারণ, এশিয়ান গেমসের জন্য নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করতে চায়।" এই মুহূর্তে লাহোরে অনুশীলন করছেন আরশাদ। খুব শীঘ্রই উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমে উড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। সেখানে কোচ তেরসিয়াস লিবেনবার্গ এবং স্থানীয় প্রশিক্ষকদের অধীনে কয়েক সপ্তাহ কঠোর অনুশীলন করবেন তিনি। ভিসা পেলেই দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা হবেন নাদিম বলে জানিয়েছেন কোচ। দক্ষিণ আফ্রিকা আরশাদের কাছে নতুন নয়। ২০২২ সালের কমনওয়েলথ গেমস এবং ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সের আগে এই দেশেই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি। দুই প্রতিযোগিতাতেই সোনা জিতে প্রস্তুতির সুফল পেয়েছিলেন পাকিস্তানের জ্যাভলিন তারকা। তবে সাম্প্রতিক সময়ে আরশাদের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রত্যাশিত সাফল্য না পাওয়ায় সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে তাঁকে। ফলে আগামী প্রতিযোগিতাগুলির আগে নিজের সেরা ছন্দে ফিরতেই প্রস্তুতিতে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন ২৮ বছরের এই তারকা।

গম্ভীর দেখে যাওয়ার পরই বদলে ফেলা হল পিচের চরিত্র, গল টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে চিন্তায় ভারত

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের আগে গলের পিচ নিয়ে ধন্দে ভারতীয় শিবির। বুধবার শুভমন গিলদের অনুশীলন ছিল না। ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাককে নিয়ে স্টেডিয়ামে গিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। পিচ দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা। গম্ভীরেরা হোটেলে ফেরার পর ২২ গজে কাজ শুরু করেন মাঠকর্মীরা।শেষ মুহূর্তে পিচের চরিত্র বদলের চেষ্টা করছেন গলের মাঠকর্মীরা। গম্ভীরদের পরিদর্শনের সময় অনুশীলন করছিল শ্রীলঙ্কা। আয়োজকদের অনুশীলন দেখার সুযোগ ছিল না। এই অনুসীলন ছিল গোপন (ক্লোজ ডোর অনুশীলন)। দর্শক এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল অনুশীলন। অল্প সময়ের জন্য ঢুকতে দেওয়া হয় গম্ভীরদের। তখন পিচ ঢাকা ছিল। ঢাকা সরিয়ে পিচ দেখেন গম্ভীরেরা। ভারতীয় দলের কোচ মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার পিচ ঢেকে দেওয়া হয়।

শ্রীলঙ্কার অনুশীলন শেষ হওয়ার পর পিচের পরিচর্যা শুরু করেন মাঠকর্মীরা। তার দু'ঘণ্টা আগে মাঠ ছাড়েন গম্ভীরেরা। গোটা পিচের উপর বেশ কয়েক বার লন মোয়ার চালান তাঁরা। ঘাস ছাঁটার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, পিচের সবুজ বেশ কিছুটা কমানো হয়েছে। তার পর হালকা রোলার ব্যবহার করা হয়। কাজ হয়ে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ রোদ খাওয়ানো হয়েছে পিচকে। তার পর আবার ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৫ অগস্ট থেকে শুরু হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্ট। পিচের চরিত্র দেখে প্রথম একাদশ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গম্ভীরেরা। বিশেষ করে বোলিং আক্রমণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে পিচ। তিন জন জোরে বোলার খেলানো হবে না তিন জন স্পিনারকে প্রথম একাদশে রাখা হবে সেই সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে পিচের উপর। জসপ্রীত বুমরাহের অনুপস্থিতিতে প্রতিপক্ষের ২০ উইকেট তোলা বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে ভারতের জন্য। তার উপর চিন্তা বাড়িয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। তরুণ অলরাউন্ডারকে সম্ভবত দ্বিতীয় টেস্টেও পাওয়া যাবে না। তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট এখনও সম্পূর্ণ ঠিক হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চিকিৎসকেরা ঝুঁকি নিতে নারাজ।প্রথম টেস্টের আগে দু'দিন অনুশীলনের সুযোগ পাবেন শুভমনেরা। পিচের চরিত্র প্রতি দিন পরিবর্তন হলে, সমস্যায় পড়বেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় অনুশীলন করবে ভারতীয় দল। পিচের পাশাপাশি আবহাওয়ার দিকেও নজর রয়েছে গম্ভীরদের।

কমলপুরকে হারিয়ে গ্রুপ রানার্স হয়ে কৈলাশহর শেষ আটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।।রাজ্য ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে কৈলাসহর মহকুমা। বৃহস্পতিবার কমলপুর মহকুমাকে পরাজিত করে " সি " গ্রুপে দ্বিতীয় স্থান দখল করে শেষ আট দলে পৌঁছে যায় অনুপম দের দল কৈলাসহর মহকুমা। রাজ্য ১৫ অনুর্ধ ক্রিকেটে। নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে কৈলাসহর মহকুমা জয়লাভ করে ২১ রানে। এ দিন সকালে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে কৈলাসহর মহকুমা ৯৫ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে অরূপ রুদ্র পাল ৮৯ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, রাজদীপ সিনহা ৩৮ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং কিশান দাস ১৯ বল খেলে একটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। কমলপুর মহকুমার পক্ষে আরাধ্য দত্ত ১১ রানে এবং রাহুল সিনহা ২৩ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে কমলপুর মহকুমা মাত্র ৭৪ রান করতে সক্ষম হয়েছে। দলের পক্ষে ময়ূরাক্ষ দাস ৪৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ২৩ এবং কিশান দাস ১৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। কৈলাসহর মহকুমার পক্ষে রাজদীপ সিনহা ১৬ রানে এবং তুষার মালাকার ২২ রানে তিনটি করে উইকেট দখল করে। ৫ ম্যাচ খেলে কৈলাসহর এবং কমলপুর মহকুমার পয়েন্ট ১০। কিন্তু রান রেটে কমলপুর মহকুমাকে (০.৬৪৮) পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থান দখল করে নেয় কৈলাসহর (০.৭৬০) মহকুমা।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে সাব্রুমকে হারিয়ে অমরপুরের দ্বিতীয় জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্টখালি হাতে আসর শেষ করলো সাব্রুম মহকুমা। চার ম্যাচ খেলে সব কটিতে পরাজিত হয়ে। বৃহস্পতিবার গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে অমরপুর মহকুমার বিরুদ্ধে পরাজিত হয় সাব্রুম মহকুমা। ৭ উইকেটে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে। তালতলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম মহকুমা ১২৩ রান করে। দলের পক্ষে শুভদীপ দত্ত ৩৬ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, নয়ন দাস ৩৭ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং পিটার ত্রিপুরা ৫৩ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বাধিক পায় ৪৫ রান। অমরপুর মহকুমার পক্ষে আবীর সাহা ১৭ রানে পাঁচটি এবং নীলাদ্রি শেখর দাস ৩২ রানে তিনটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে অমরপুর মহকুমা ২৭.১ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে কর্ণ জিৎ দাস ৬৭ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪, আদ্রিয়ান মালাকার চল্লিশ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, আবির সাহা ২৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে প্রায় ৪৭ রান। অমরপুর মহকুমা আসরে দ্বিতীয় জয় পেয়েছে।

যখন-তখন চাইলেই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়!

টি-টোয়েন্টির রমরমার যুগে এমনই টেস্ট ও এক দিনের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সংশয়ে। সেই সংশয় আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন আইসিসির চিফ এগিকিউটিভ অফিসার সংযোগ গুপ্ত। ক্রিকেটে বড় বদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, চাইলেই যখন-তখন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনের ভাবনা থেকে সরে আসতে হবে। জয় শাহের সহকারী জানিয়েছেন, দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ক্রিকেটকে বাঁচাতে পারবে না। দর্শকদের আগ্রহ ফেরাতে তাঁদের অন্য ভাবনা রয়েছে। সংযোগ বলেন, "যখন-তখন চাইলেই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করা যাবে না। কারণ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া ক্রিকেট বাঁচবে না। আর্থিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন দর্শকদের উৎসাহ। দ্বিপাক্ষিক সিরিজের প্রতি উৎসাহ কমছে।" এই প্রসঙ্গে বিশ্বকাপের উদাহরণ টেনেছেন সংযোগ। তাঁর মতে, এক দিনের ক্রিকেটকে টিকে থাকতে হলে বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতার উপর জোর দিতে হবে। সংযোগ বলেন, "এক দিনের ক্রিকেট বেঁচে থাকবে। তবে তার জন্য পুরুষ ও মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপের মতো বহুদেশীয় প্রতিযোগিতার সংখ্যা বাড়াতে হবে। আমরা চাই, আরও বেশি দেশ অংশ নিক। তা হলে ক্রিকেটের প্রসার হবে। নইলে ৫০ ওভারের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ ভাল নয়।"

টেস্ট ক্রিকেটের ক্ষেত্রে ও যে আইসিসির ভাবনা রয়েছে, তা জানিয়েছেন সংযোগ। তিনি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য উন্নতি। এক জায়গায় আটকে থাকলে হবে না। যদি আপনি উন্নতি না করতে পারেন, তা হলে হারিয়ে যাবেন। টেস্ট ক্রিকেটের একটা ঐতিহ্য আছে। লাল বলের ক্রিকেট যেন বিরক্তির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়, সেটা আমাদের ভাবতে হবে। এখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন।"জয় শাহের সহকারী স্বীকার করে নিয়েছেন যে, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের দিকেই তাঁদের লক্ষ্য সবচেয়ে বেশি। তবে তার মানে এই নয় যে বাকি দুই ফরম্যাটকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না তাঁরা। সংযোগ বলেন, "আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের উন্নতি। তবে তার মানে এই নয় যে টেস্ট ও এক দিনের ক্রিকেটের কথা ভাবছি না। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দিকে সকলের আগ্রহ জন্মেছে। সাত বছর আগে সেটা ছিল না। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, দর্শকেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পছন্দ করছেন। আমরাও চেষ্টা করছি, কী ভাবে ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ আরও বাড়ানো যায়।"

কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্বের খেলা বৃহস্পতিবার সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। গ্রুপ লীগের বাধা টপকে সেরা দলগুলি শেষ আটের লড়াইয়ে জায়গা করে নেওয়ায় টুর্নামেন্ট এখন আরও জমজমাট হয়ে উঠেছে। আগামী ১৬ আগস্ট রাজ্যের মোট চারটি মাঠে অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। এই নকআউট পর্বের ম্যাচগুলিকে কেন্দ্র করে তরুণ ক্রিকেটার ও স্থানীয় ক্রীড়া মহলে এখন থেকেই ব্যাপক উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।তালিকাগত সূচি অনুযায়ী, তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সদর "এ" দল শান্তিরবাজার মহকুমার মুখোমুখি হবে এবং আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডেসদর "বি" দলের প্রতিপক্ষ কৈলাসহর মহকুমা। এছাড়া নীপকো গ্রাউন্ডে লংতরাইভ্যালি খেলবে খোয়াই মহকুমার বিরুদ্ধে এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিগ্রাউন্ডে উদয়পুর লড়বে তেলিয়ামুড়া মহকুমা দলের বিরুদ্ধে।

ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের দ্বিতীয় তলার কনফারেন্স হলে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (টিএফএ) বার্ষিক সাধারণ সভা। পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি প্রণব সরকার। মঞ্চে তাঁর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি অমিত দেব, কোষাধ্যক্ষ শংকর প্রসাদ দত্ত এবং যুগ্ম সম্পাদক তপন সাহা, কৃষ্ণপদ সরকার ও রাজীব পাল। সংগঠনের গভর্নিং বডির সদস্য এবং আজীবন সদস্যদের উপস্থিতিতে সভার মূল কাজ শুরু হয়। সভায় সংগঠনের সম্পাদকীয় বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী। এরপর কোষাধ্যক্ষ শংকর প্রসাদ দত্ত সংস্থার গত অর্থবর্ষের ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৮ টাকার আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ সভার সামনে তুলে ধরেন। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সুপ্রভাত দেবনাথ, সুব্রত দত্ত চৌধুরী, দেবাশিস দাস, তিমির চক্রবর্তী, আশিস রুদ্রপালের দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং পেশ করা আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদিত হয়। পরিশেষে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যক্রমে সহযোগিতা ও উপস্থিতির জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

সকলকে অবাক করে মেসির প্রত্যাবর্তন! বাবার মৃত্যুশোকের মাঝেই নামলেন ক্লাবের জার্সিতে

শোনা গিয়েছিল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিরতি নিয়েছেন লিয়োনেল মেসি। ২৪ ঘণ্টা আগেই তিনি জানিয়েছিলেন, আর কত দিন খেলতে পারবেন, বুঝতে পারছেন না। অবসরের ইঙ্গিতের মাঝেই সকলকে অবাক করে দিয়ে ক্লাবের জার্সিতে নামলেন তিনি।গত শনিবার পিতৃবিয়োগ হয়েছে মেসির। ৬৮ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন তাঁর বাবা জর্জে। এত দিন আর্জেন্টিনার রোসারিয়োতেই ছিলেন তিনি। বাবার মৃত্যুশোকের মাঝে মেসি যে ইন্টার মায়ামির হয়ে লিয়োনের বিরুদ্ধে নামবেন, সেই খবর আগে থেকে কেউ পাননি। কিন্তু দলের রিজার্ভের তালিকায় তাঁকে দেখে সকলে অবাক হয়ে যান। খেলা শুরুর আগে হালকা অনুশীলন করতেও দেখা যায় মেসিকে।দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায়, মেসি নামার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তখনই চিৎকার শুরু করেন ইন্টার মায়ামির সমর্থকেরা। স্টেডিয়ামে কান পাতা দায় হচ্ছিল। সকলে মেসির নাম ধরে চিৎকার করছিলেন। অবশ্য মাঠে নেমেও দলকে জেতাতে পারেননি মেসি। ২-৩ গোলে

হারে মায়ামি। মেসির খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, পিতৃশোক থেকে এখনও পুরোপুরি বার হতে পারেননি। তাঁর খেলায় সেই ঝাঁঝ ছিল না।বুধবার ইনস্টাগ্রামে বাবার সঙ্গে নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন মেসি। তিনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, তাঁর বাবা মারা গিয়েছেন। মেসি লিখেছেন, "বাবা, এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, তুমি নেই। তোমাকে আর কোনও দিন দেখতে পাব না, এটা ভাবাও কঠিন। আমি জানি, তুমি কষ্ট পাচ্ছিলে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে। এখনও তো দু'জনে মিলে অনেক আনন্দ করার কথা ছিল। গত বিশ্বকাপের আগে তুমি আমাকে এত কথা বললে। অথচ, বিশ্বকাপের আগেই তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে। এই প্রথম বার তুমি আমার কোনও প্রতিযোগিতায় যেতে পারোনি।"আমেরিকায় যেতে না পারলেও টেলিভিশনে ছেলের খেলা দেখতেন জর্জে। খেলা শেষে মেসিকে মেসেজও করতেন। মেসি বলেন, "প্রতিটা ম্যাচ শেষে তোমার মেসেজের অপেক্ষায় থাকতাম। আমি জানতাম, পরিস্থিতি খারাপ। ফাইনালে তুমি ছিলে না। যখন বাড়ি ফিরলাম, শুনলাম, তুমি ভেবেছ আমরা টাইব্রেকারে হেরেছি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। তোমাকে ও ভাবে দেখতে কষ্ট হচ্ছিল।"ছোটবেলায় মেসিকে স্পেনের লা মাসিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন জর্জে। প্রতিটি পদক্ষেপে ছেলের পাশে ছিলেন। সেই বাবাকে ছাড়া তিনি কী ভাবে খেলবেন, বুঝতে পারছেন না মেসি। তিনি বলেন, "আমি জানি না তোমাকে ছাড়া কী করব। তোমাকে ছাড়া খেলব কী করে?"জল্পনা শুরু হয়েছে, আপাতত অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফুটবল থেকে বিরতি নিতে চলেছেন মেসি। তিনি কি অবসর নেবেন? সেই ইঙ্গিত মেসি দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি শুধু ফুটবল খেলেছি। কিন্তু এখন অনেক কথা মাথায় আসছে। তোমাকে ছাড়া আর বেশি দিন খেলতে পারব কি না জানি না। শুরু থেকে তুমিই তো পাশে ছিলে। আরও কিছু দিন কেন থাকলে না। আমরা একসঙ্গে শেষ করতে পারতাম।"বাবার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছেন তা সন্তানদের দিতে চান মেসি। সন্তানদের মধ্যে বাবাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তিনি। মেসি বলেন, "তুমি আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু ছিলে। কোনও দিন ভুল কথা বলোনি। হয়তো অমাদের কথা কাটাকাটি হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তুমিই ঠিক ছিলে। তুমি আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছ, তা আমি আমার সন্তানদের দিতে চাই। শান্তিতে ঘুমাও বাবা।"কঠিন সময়ে মেসি পাশে পেয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। মেসির সেই পোস্টেই জবাব দিয়েছেন রোনাল্ডো। তিনি লিখেছেন, "তোমাকে জড়িয়ে ধরে দুঃখ ভাগ করে নিতে চাই। এই কঠিন সময়ে ঈশ্বর তোমাকে শক্তি দিন লিয়ো।"

জাভির কাঁধে নেদারল্যান্ডসের দায়িত্ব

নেদারল্যান্ডস জাতীয় দলের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে জাভি হার্নান্দেজের নাম ঘোষণা করেছে দেশটির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। রোনাল্ড কোমানের উত্তরসূরি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বার্সেলোনার এই কিংবদন্তি। ৪৮ বছর পর প্রথমবারের মতো কোনো বিদেশি কোচকে জাতীয় দলের দায়িত্ব দিল নেদারল্যান্ডস।

স্পেনের হয়ে ২০১০ বিশ্বকাপজয়ী সাবেক মিডফিল্ডার জাভি ২০২৪ সালে বার্সেলোনা কোচের পদ ছাড়ার পর আর কোনো দলের দায়িত্বে ছিলেন না। নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেছেন ৪৬ বছর বয়সী জাভি। ২০২৮ ইউরো এবং ২০৩০ বিশ্বকাপ ডাচরা তাঁর অধীনই খেলবে। ডাচদের কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর জাভি বলেছেন, 'বার্সেলোনা একাডেমিতে বেড়ে ওঠাদের একজন হিসেবে, ইয়োহান ক্রুইফ ও রাইনাস মিশেলসসহ আরও অনেকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ডাচ ফুটবলের সঙ্গে আমার বিশেষ এক সম্পর্ক রয়েছে। বলতে পারেন, আমি কিছুটা ডাচ ফুটবলেরই সন্তান।'কোমানের দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হয় সর্বশেষ বিশ্বকাপে মরক্কোর বিপক্ষে শেষ ৩২ দলের রাউন্ডে টাইব্রেকারে হারের পর। এর পরই তিনি নেদারল্যান্ডসের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। কোমানের উত্তরসূরি হিসেবে সাবেক লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গেও প্রাথমিক আলোচনা হয়েছিল বলে জানা গেছে। তবে ক্লাব ফুটবলেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন স্লট।নেদারল্যান্ডসের কোচ হিসেবে জাভির প্রথম ম্যাচ জার্মানির বিপক্ষে। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর আমস্টারডামের ইয়োহান ক্রুইফ অ্যারেনায় নেশনস লিগের ম্যাচে ডাচদের ডাগ আউটে দেখা যাবে তাঁকে।অস্ট্রিয়ার আর্নস্ট হ্যাপেলের পর নেদারল্যান্ডসের প্রথম বিদেশি কোচ জাভি। হ্যাপেলের অধীন ১৯৭৮ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল নেদারল্যান্ডস। তবে ফাইনালে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে যায় তারা।জাভির প্রথম কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা কাতারের ক্লাব আল-সাদে। পরে বার্সেলোনার দায়িত্ব নিয়ে ২০২৩ সালে দলটিকে লা লিগা শিরোপা জেতান। তবে পরের মৌসুম শেষে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। তার জায়গায় দায়িত্ব নেন হান্সি ফ্লিক।

বৃহস্পতিবার বনমালীপুর মন্ডলের উদ্যোগে চন্দ্রপুর আই.এস.বি.টি. থেকে কলেজটিলা লেইকপার পার্ক পর্যন্ত আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য ও সুসজ্জিত 'তিরঙ্গা র্যালি'-তে অংশ নেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ বিজেপি নেতৃবৃন্দ।

কুমারঘাটে ফের দুঃসাহসিক চুরি

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: কুমারঘাট শহরের প্রাণকেন্দ্রে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গভীর রাতে একটি জুয়েলারি ও পাশের পান দোকানে চুরি করে বিপুল পরিমাণ সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। জানা গেছে, কুমারঘাটের ওই এলাকায় দোকানের পূর্বদিকে ধর মার্কেট, পশ্চিমদিকে প্রায় ২০০ মিটার দূরে স্থানীয় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাসের বাড়ি এবং দক্ষিণদিকে সুবাস সংঘ ক্লাব রয়েছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ধ্রুব জুয়েলারির মালিক স্বপন দেবনাথ জানান, বৃহস্পতিবার সকালে সাপ্তাহিক হাটের বাজার পাবিয়াছড়া থেকে ফিরে দোকানে এসে তারা দেখতে পান, পেছনের দরজা ভেঙে এবং পাকা দেওয়ালে ফুটো করে দুষ্কৃতীরা দোকানের ভিতরে প্রবেশ করেছে। দোকান থেকে প্রায় ৮ ভরি সোনা, ১ কেজি রূপা এবং লকারে রাখা গ্রাহকদের বিভিন্ন কাজের অর্ডারের সোনার সামগ্রী লুঠ করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

একই রাতে পাশের পান দোকানেও চুরি হয়। দোকানের মালিক বিদ্যুৎ দেবনাথের দাবি, প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার সামগ্রী নিয়ে গেছে চোরেরা।

অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেয়। পাশাপাশি কয়েকটি প্রযুক্তিগত যন্ত্রাংশও নিয়ে যায় তারা। তবে সিসিটিভি ফুটেজে তিনজন দুষ্কৃতীকে দেখা গেলেও এখনও তাদের পরিচয় স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা দ্রুত দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করে গ্রেফতার এবং লুঠ হওয়া সামগ্রী উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, কুমারঘাট থানা এলাকায় এর আগেও একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ঘটনায় দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করা সম্ভব না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রাতের নিরাপত্তা আরও জোরদার করারও দাবি উঠেছে।

ছাউনি নেই, পানীয় জলের সংকট
সোরোমণি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশায় প্রশ্নের মুখে শিশুদের নিরাপত্তা

সোনামুড়া, ১৩ আগস্ট: সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সোরোমণি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল পরিকাঠামো নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয়দের মধ্যে। শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, পুষ্টি ও পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ এই কেন্দ্রে ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘরে উপযুক্ত ছাউনি না থাকায় বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ায় শিশুদের নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। শিশুদের নিয়মিত পাঠদান ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনাতেও এর প্রভাব পড়ছে বলে দাবি তাঁদের। এর পাশাপাশি, কেন্দ্রে পর্যাপ্ত নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থাও নেই বলে অভিযোগ। ছোট ছোট শিশুদের জন্য পরিষ্কার ও নিরাপদ পানীয় জল অত্যন্ত জরুরি হলেও, এই গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অন্যদিকে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বাউন্ডারি ওয়াল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে যে ধরনের সুরক্ষাব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তা যথাযথভাবে না থাকলে যেকোনও সময় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির আশঙ্কা থেকেই যায় বলে মনে করছেন অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয়দের প্রশ্ন, শিশুদের ভবিষ্যৎ গড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও সোরোমণি কেন্দ্রে ন্যূনতম পরিকাঠামো ও নিরাপত্তা এখনও নিশ্চিত করা হচ্ছে না কেন?

তাই সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের কাছে স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সোরোমণি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হোক। পাশাপাশি, দ্রুত ঘরের উপযুক্ত ছাউনি, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং মজবুত বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

শিশুদের নিরাপত্তা ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি এখন জোরালো হচ্ছে।

আড়ালিয়া পঞ্চবটী বাজারে পুলিশের অভিযান, আটক ৪ নেশা বিক্রেতা

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আড়ালিয়া পঞ্চবটী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় নেশা সামগ্রীর কারবার চলছিল।

বিষয়টি পুলিশের নজরে আসার পর গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে চারজন সন্দেহভাজন নেশা বিক্রেতাকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। জানা গেছে, ওই এলাকায় নেশাজাতীয় সামগ্রীর বেআইনি কারবার বন্ধ করতে নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত থাকবে। আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই কারবারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের প্রতিবাদে খোয়াইয়ে এবিভিপি-র বিক্ষোভ

খোয়াই, ১৩ আগস্ট: ঝাড়খণ্ডে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদের ঢেউ এবার খোয়াইয়েও। বৃহস্পতিবার দুপুরে খোয়াই কোহিনুর সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর খোয়াই জেলা শাখা।

দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়। কর্মসূচিতে এবিভিপি-র সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও অংশ নেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা পরীক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুতর অনিশ্চয়তা তৈরি করে। এর ফলে পরীক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নের মুখে পড়ে। তাই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার বিষয়েও সরব হন সংগঠনের নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, কোনও পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠলে দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করা এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে, তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এদিকে, বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে খোয়াই কোহিনুর এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্য তৈরি হয়। ছাত্রছাত্রীরাও প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ঝাড়খণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া এই প্রতিবাদের প্রভাব খোয়াইয়েও এসে পৌঁছানোয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়ে ফের আলোচনায় উঠে এসেছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো গুরুতর বিষয়।

শান্তি ও সুস্থ পরিবেশের কারণে ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট: উন্নয়নের সুফল যাতে সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছায়, সেটিই সরকারের মূল লক্ষ্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক যোগাযোগ, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, নগর উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি, ক্রীড়া এবং সামাজিক সুরক্ষার মতো প্রতিটি ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করছে। আজ ডলুগাঁও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ১২টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। এই ১৮টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে ব্যয় হচ্ছে ৪৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত ঊনকোটি জেলায় মোট ৫৬টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়েছে। এর জন্য প্রায় ১৯৭কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজকের ৪৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার প্রকল্পগুলি এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আরও গতি পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী ''ক্লিন অ্যান্ড গ্রিন ঊনকোটি'' উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ঊনকোটির ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সামনে রেখে পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। ঊনকোটি শুধু ত্রিপুরা বা ভারতের নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সমাদৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও পর্যটন কেন্দ্র। পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। ঊনকোটি ছাড়াও ডুম্বুর, মাতাবাড়ি, নীরমহল ও উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ সহ রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরার পর্যটন বিকাশের ক্ষেত্রে বিমান যোগাযোগের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, কৈলাসহর বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে এবং প্রয়োজন হলে জমি অধিগ্রহণে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করবে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশে পুষ্পবন্ত প্রাসাদকে ফাইভ-স্টার হোটেলে রূপান্তরের উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের চূড়ান্ত মহড়া, কড়া নিরাপত্তায় উত্তর ত্রিপুরা

ধর্মনগর, ১৩ আগস্ট: ৮০তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার ধর্মনগরের বিবিআই ময়দানে সম্পন্ন হলো চূড়ান্ত ফুল ড্রেস প্যারেড মহড়া। আগামী ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্যারেডসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা খতিয়ে দেখা হয় এই মহড়ায়।

চূড়ান্ত মহড়ায় পুলিশ, টিএসআর, স্কাউটস ও গাইডস, সিভিল ভলান্টিয়ার, এনসিসি এবং এনএসএস-সহ মোট ১০টি প্লাটুন অংশ নেয়। কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্লাটুনের পারফরম্যান্স ছিল সুশৃঙ্খল ও প্রশংসনীয়।

মহড়া শেষে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যবাসীকে স্বাধীনতা দিবসের আগাম শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতা দিবসের ফুল ড্রেস রিহার্সেল সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মোট ১০টি প্লাটুন এতে অংশ নিয়েছে এবং তাদের পারফরম্যান্স অত্যন্ত ভালো হয়েছে। ১৫ আগস্টের মূল অনুষ্ঠান ও কুচকাওয়াজ আরও আকর্ষণীয় হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরা জেলাজুড়ে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে বলেও জানান পুলিশ সুপার। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে 'এরিয়া ডমিনেশন' ও টহলদারি জোরদার করা হয়েছে। বিএসএফ, টিএসআর এবং রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

জেলার প্রতিটি মহকুমায় পুলিশকে সতর্ক রাখা হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

প্রতি বছরের মতো এবারও ধর্মনগর তথা গোটা উত্তর ত্রিপুরা জেলায় শান্তিপূর্ণ ও আনন্দমুখর পরিবেশে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন পুলিশ সুপার।

চূড়ান্ত মহড়ায় উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশীষ কুমার ঠাকুর-সহ জেলার অন্যান্য শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকরা। আগামী ১৫ আগস্ট এই বিবিআই ময়দানেই অনুষ্ঠিত হবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার মূল স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান।

বাগবাসায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধে ই-রিকশা চালকরা

ধর্মনগর, ১৩ আগস্ট: যাত্রী পরিষেবাকে কেন্দ্র করে হাই স্পিড ই-রিকশা চালকদের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ফের আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন বাগবাসা এলাকার হাই স্পিড ই-রিকশা চালকরা।

অভিযোগ, গতকাল যাত্রী পরিষেবাকে কেন্দ্র করে হাই স্পিড ই-রিকশা চালকদের দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় তপন দাস নামে এক চালক আহত হন। পরবর্তীতে তাঁর পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও এখনও মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি এবং ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদেরও গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে অভিযোগ অবরোধকারীদের।

এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ ফের বাগবাসা এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে বসে পড়েন হাই স্পিড ই-রিকশা চালকরা। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কোনও কার্যকর আলোচনা করা হয়নি। ফলে ক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে।

অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং সাধারণ যাত্রী ও পথচারীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়। ঘটনাস্থলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের তৎপরতা দেখা গেলেও, অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে না বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

অবরোধকারীদের স্পষ্ট দাবি, হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে এবং অভিযোগ অনুযায়ী মামলা নথিভুক্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সড়ক অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাগবাসার হাই স্পিড ই-রিকশা চালকরা।

নারী সুরক্ষা ও অপরাধ দমনে চার দফা দাবিতে বিক্ষোভ বামপন্থী সংগঠনের

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: রাজ্যে বিভিন্ন অপরাধ দমন, নারী সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে চার বামপন্থী সংগঠন। আজ এআইএমএসএস, এআইডিওয়াইও ও এআইডিএসও সংগঠনের তরফ থেকে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনসিএসএল লেজিসলেটিভ সামিটে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন বিধায়ক পল ডাংশুর

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: আমেরিকার শিকাগো, ইলিনয়ে অনুষ্ঠিত এনসিএসএল লেজিসলেটিভ সামিট ২০২৬-এ অংশ নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের আইনপ্রণেতা ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন ত্রিপুরার বিধায়ক পল ডাংশু। তাঁর মতে, বিভিন্ন দেশ ও রাজনৈতিক পটভূমির আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের এই কর্মসূচি জননীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে।

পল ডাংশু জানান, এই সামিটে বিভিন্ন রাজ্য ও দেশের আইনপ্রণেতারা একই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে শাসনব্যবস্থা, জননীতি এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মতামত বিনিময় করেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের শাসনপদ্ধতি ও নীতিনির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানার পাশাপাশি, জনসেবার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তাভাবনা সম্পর্কেও ধারণা লাভের সুযোগ হয়েছে বলে জানান তিনি।

সামিটের অংশ হিসেবে আয়োজিত একাধিক এক্সপোজার ট্যুর ও স্টাডি ভিজিটের কথাও তুলে ধরেন বিধায়ক। এর মধ্যে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যারিস স্কুল অব পাবলিক পলিসি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন তিনি। এসব পরিদর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে জননীতি, প্রশাসন, বৈদেশিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন হয়েছে বলে জানান পল ডাংশু।

বিভিন্ন দেশের আইনপ্রণেতা, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং প্রতিনিধিদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়কে অত্যন্ত শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর মতে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য এই ধরনের আন্তর্জাতিক কর্মসূচি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নতুন ধারণা ও কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি করে।

এনসিএসএল এবং এনএলসি ভারতকে এই সামিটে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান পল ডাংশু। তিনি বলেন, এই ধরনের আন্তর্জাতিক মঞ্চে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি শাসনব্যবস্থায় উদ্ভাবনী পদ্ধতি কীভাবে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া সম্ভব। এর ফলে ভবিষ্যতে জনসেবা প্রদান ও নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একতা সংঘের উদ্যোগে মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে একতা সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত হল মেগা রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবির। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিল্পী দেওয়ান দাস, ১৩ নম্বর প্রতাপগড় বিধানসভা কেন্দ্রের মণ্ডল সভাপতি স্বপ্না দাস, প্রতাপগড় যুব মোর্চার মনীষ চক্রবর্তী, একতা সংঘের সভাপতি সুখেন সাহা সহ অন্যান্যরা।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক কুমার মজুমদার বলেন, দানগুলির মধ্যে রক্তদানই সর্বশ্রেষ্ঠ দান। কারণ রক্তের কোনও বিকল্প নেই। একজনের দান করা রক্ত সংকটাপন্ন রোগীর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে একতা সংঘের পক্ষ থেকে এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংগঠনের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান মেয়র। তিনি বলেন, দেশাত্মবোধের পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এ ধরনের মানবিক কর্মসূচির আয়োজন করা প্রয়োজন।

এদিনের রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও সাড়া লক্ষ্য করা যায়। বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিষেবারও সুযোগ গ্রহণ করেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সঙ্গে মানবসেবার এই উদ্যোগ একতা সংঘের সামাজিক দায়বদ্ধতারও বার্তা বহন করে বলে মনে করেন উপস্থিত অতিথিরা।

নেশার কারবার রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ, চার এলাকায় বাড়ছে পুলিশের নজরদারি

আগরতলা, ১৩ আগস্ট: নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে নেশা কারবারের মূল হোতাদের বিরুদ্ধে এবার আরও কঠোর পদক্ষেপের বার্তা দিল পুলিশ প্রশাসন। আজ পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারকে সঙ্গে নিয়ে আটক নেশা সেবনকারীদের সঙ্গে কথা বলেন আইজি আইনশৃঙ্খলা মনচক ইপ্পার।

নেশা সেবনকারীদের সঙ্গে কথা বলে নেশার উৎস, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং কারা এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, সে বিষয়ে তথ্য জানার চেষ্টা করেন তিনি। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে আইজি আইনশৃঙ্খলা জানান, নেশার কারবারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালানো হবে। বিশেষ করে নেশা ব্যবসার মূল কারিগর বা 'রাঘব বোয়ালদের' চিহ্নিত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, রিকশাচালক থেকে শুরু করে যুব সমাজের একাংশ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে নেশা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। নেশার কারবারের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বিশেষ অভিযান চালাবে।

আগরতলার বটতলা, মোটরস্ট্যান্ড, নাগেরজলা ও রাধানগর এলাকায় পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি। ওই এলাকাগুলিতে নেশাজাতীয় সামগ্রীর বেআইনি কারবার বন্ধ করতে নিয়মিত অভিযান, নজরদারি এবং তথ্য সংগ্রহের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আইজি আইনশৃঙ্খলা মনচক ইপ্পার বলেন, শুধু নেশা সেবনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। নেশার মূল উৎস এবং এর সঙ্গে জড়িত সরবরাহ চক্রকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনাই পুলিশের প্রধান লক্ষ্য। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে পুলিশ প্রশাসনের এই অভিযান আগামী দিনেও আরও জোরদার করা হবে বলে জানান তিনি।

নাবালিকাকে উদ্ধারের দাবিতে বিশ্রামগঞ্জ থানায় সনাতনী হিন্দু সমাজ

বিশ্রামগঞ্জ, ১৩ আগস্ট: নিখোঁজ নাবালিকাকে দ্রুত উদ্ধারের দাবিতে বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বললেন সনাতনী হিন্দু সমাজের রাজ্য সভাপতি তাপস মজুমদার। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে থানায় উপস্থিত হয়ে নাবালিকাকে উদ্ধারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

সংগঠনের অভিযোগ,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে সোনাজয়ী অস্মিতাকে সংবর্ধনা

আগরতলা, ১৩ আগস্ট ।। ভারতের জন্য গৌরব বয়ে আনার পাশাপাশি ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় সোনার পদক জিতে ইতিহাস সৃষ্টি করা ত্রিপুরার অস্মিতা দে-কে সংবর্ধিত করল শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। ২০২৬ কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় সোনা জিতে তিনি প্রথম ভারতীয় জুডোকা হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

অস্মিতা দে-র পাশাপাশি তাঁর সাফল্যের নেপথ্যে থাকা মেন্টর প্রণব সাহা, চিফ কোচ তথা অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত যশপাল সোলাঙ্কি এবং ব্যক্তিগত কোচ তথা প্রাক্তন ব্রোঞ্জ পদকজয়ী বিজয় যাদব-কেও সংবর্ধিত করে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স। ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় জন্ম ও বেড়ে ওঠা অস্মিতা দে তাঁর নিজ রাজ্য ত্রিপুরাতেই জুডোর প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নেন। পরবর্তীতে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য তিনি ভোপালে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (ছজ্জ) রিজিওনাল সেন্টারে যোগ দেন। সেখান থেকে জুডোয় নিজের দক্ষতা আরও শানিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চে একের পর এক সাফল্য অর্জন করেন। খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমসে সোনা জয়ের পাশাপাশি তিনি ২০২৩-২৪ সালের জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেতাব অর্জন করেন। এছাড়াও ২০২৫ সালে কাসাব্লাঙ্কায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকান ওপেনে সোনা জেতেন অস্মিতা। ম্যাকাও ও ব্যাংককে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জুডো চ্যাম্পিয়নশিপেও তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।

অস্মিতা দে বলেন, "আমার প্রিয় নিজের রাজ্য থেকে এই সংবর্ধনা পাওয়া আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের ও আবেগের বিষয়। এই সুযোগে এমন সুন্দরভাবে আমাকে ঘরে ফেরার অভ্যর্থনা জানানোর জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

চিফ কোচ যশপাল সোলাঙ্কি বলেন, "এই সম্মান আমাদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিলো। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য অলিম্পিকে পদক জয় ন অস্মিতার পাশে থাকা পুরো দলকে স্বীকৃতি দেবার জন্য শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সকে ধন্যবাদন" শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 14-08-2026, 00:47